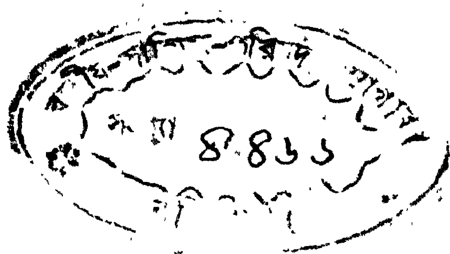


নারী-লিপি





[redacted]ক্ষা-গ্রন্থাবলী



[redacted] চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশক।

১ম সংস্করণ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
আষাঢ়, ১৩২০ সন

নিবেদন

মৎপ্রণীত কুল-লক্ষ্মীর যখন দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তখন আমার মনে হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থে স্ত্রীলোকের পত্র-লিখন সম্বন্ধে একটা নূতন অধ্যায় থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু ভালরূপ চিন্তার পর দেখা গেল, বিষয়টী এত ক্ষুদ্র নহে যে উক্ত পুস্তকের একটী মাত্র ক্ষুদ্র অধ্যায়েই উহার সম্যক্ আলোচনা হইতে পারে; সুতরাং সেই হইতেই উক্ত বিষয়ে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার বাসনা আমার মনে বলবতী হইয়া উঠে। এ পর্য্যন্ত নানা গোলযোগে যে বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আজ পাঠিকাগণ-সমীপে সেই বাসনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীটীর উপরে একটু কৃপাদৃষ্টি করিলেই কৃতার্থ হইব।

বঙ্গদেশের তিন-চতুর্থ রমণী আজ-কাল শুধু পত্র লিখিবার জন্যই লেখা-পড়া শিখেন।

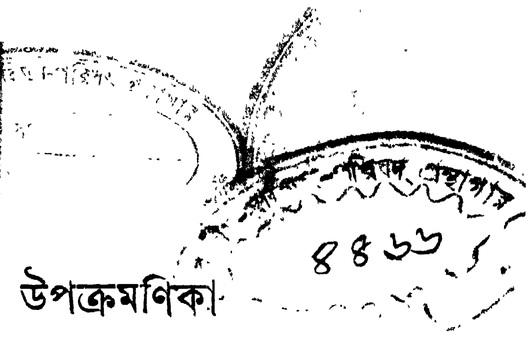
অথচ এই রমণী-সম্প্রদায়ের জন্য বঙ্গ-ভাষায় কোনও উৎকৃষ্ট পত্র-লিখন গ্রন্থ দেখা যায় না। আজ-কাল এই একান্ত উদ্ভাবনার দিনে কি জন্য যে আমাদের উর্ব্বরমস্তিষ্ক গ্রন্থকারগণ এই অনুন্মুক্ত প্রদেশটীতে বিচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোনও যোগ্যতর গ্রন্থকার রমণী-সম্প্রদায়ের এই অভাবটী দূরীকরণে অগ্রসর হইলে, বিশেষ সুখের বিষয় ছিল। বাজারে পত্র-লিখন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে দু'চারিখানি স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ দেখা যায়, সেগুলা রমণী-সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নহে। বৈষয়িক চিঠি বা আফিস-আদালত সম্পর্কীয় চিঠি নারী জাতির কোনও কাজে আইসে না। পারিবারিক চিঠির মধ্যেও সবগুলি তাঁহাদের প্রয়োজনীয় নয়। সাধারণ পত্রলিখন গ্রন্থগুলিতে পুরুষদিগের তরফ হইতে লিখিত যে সকল চিঠির উল্লেখ আছে, সে গুলি তাঁহাদের দরকারের বাহিরে। শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং দু'চারিটী বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই তাঁহাদের পত্রালাপ সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায়

নিবেদন

[redacted]য়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া একখানি [redacted] পত্র-লিখন গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা এই গ্রন্থে সেইরূপ ভাবেই বিষয় সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। তবে প্রয়োজনানুরূপ সাফল্য লাভ করা অবশ্যই যোগ্যতর লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ ছিল। আমার এই সামান্য ক্ষমতায় রমণীগণের এই প্রকাণ্ড অভাব যদি বিন্দুমাত্রও দূরীভূত হয়, সেই আশায়ই লুব্ধ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার।





উপক্রমণিকা

চিঠি লিখিবার পাত্রাপাত্র ও কাল

বিবাহের অব্যবহিত পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়াই রমণীগণ চিঠি-পত্র লিখিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

বাল্যে যখন পিতৃ-গৃহে থাকেন, তখন পিতা-মাতা কিম্বা অন্যান্য চিরপরিচিত আত্মীয়দের আদর-যত্নের মধ্যে থাকিয়া বাহিরের কাহারও জন্য তাঁহারা বড় একটা এমন অভাব অনুভব করেন না, যে তাঁহার নিকট চিঠি-পত্র লিখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। সুতরাং তখন তাঁহাদের চিঠি-পত্র লিখিবার প্রয়োজনীয়তা নিতান্তই কম।

পরিণত বয়সেও ব্যাপার প্রায় তদ্রূপ। বাল্যে স্নেহ ঊর্দ্ধগামী, তখন স্নেহ নিম্নগামী। বাল্যে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] নিজ সন্তান-সন্ততি বা নিজ গৃহের

(অর্থাৎ স্বামিগৃহের) আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর-যত্নের সামগ্রী। দীর্ঘ-অদর্শন-হেতু পিতা-মাতার জন্য বা বাহিরের অপর কাহারও জন্য তখন তাঁহাদের প্রাণ এত ব্যাকুল নয়! চিঠি-পত্র লিখিবার প্রয়োজনীয়তাও তখন কাজে কাজেই বাল্যকালের ন্যায়ই অতি সামান্য।

এতদ্ভিন্ন বয়সের মাহাত্ম্যেও তখন জীবনে অনেকটা পরিবর্ত্তন আসে। তরল জল অপেক্ষা, ঘোলা, গাঢ় জলে চঞ্চলতা অনেকটা কম—পরিণত বয়সেও তদ্রূপ। তখন স্বভাবতঃই হৃদয় অনেকটা স্থির, ধীর, অচঞ্চল। যদিই-বা পতি-পুত্রদের মধ্যে কেহ হঠাৎ প্রবাসে চলিয়া যান, তাঁহাদের অদর্শনের পর দিনই তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠেন না, বা আকুল হইয়া চিঠি লিখিতে বসেন না; অথবা অযথা চিঠি লিখিয়া অবান্তর কাহিনীর বর্ণনায় প্রচুর কাগজ কলম ও সময় ব্যয় করেন না। তখন দু'দশ দিন পর পর তাঁহাদের মঙ্গল সংবাদ পাইলেই তাঁহারা সুখী! সে সংবাদ পত্রযোগেই আসুক্, কি লোকমুখেই বাচনিক পাওয়া যাক্!

কিন্তু তরুণ বয়সে অবস্থা ঠিক্ বিপরীত। তখন চিঠিপত্র লেখার প্রবৃত্তির প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। তখন ইন্দ্রিয়গুলি একান্ত সবল, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, বিলাসপ্রিয়, কষ্টসহন-বিমুখ। তখন অল্পেতেই প্রাণে ঢেউ উঠে; চোখ ফুটিয়া জল বাহির হয়; ভাবে-অভাবে হৃদয়ে অনেক কথা ফুটিয়া উঠে; দশ জনকে সে সব জানাইতে প্রাণ আকুল হয়; কিছু বিভ্রাট ঘটিলেই গলায় দড়ি, এমন কি সময় সময় বিষ পর্য্যন্ত—কিন্তু থাক্।

এই সময় পত্রালাপ তাঁহাদের অনেকটা উপকারে আইসে। এই সময় পত্রদ্বারা অনেক রমণী অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করেন; প্রিয় ব্যক্তিকে অবস্থা জানাইয়া দারুণ হৃদয়ভার লাঘব করিতে, প্রয়াস পান; দশ জন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের খবর লইয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া যান।

কেবল ইহাই নহে। পত্র-লেখা তখন তাঁহাদিগের একটা বিলাসিতার উপকরণও হইয়া উঠে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসি-রসিকতার এবং প্রিয়ব্যক্তির প্রীতি-সম্ভাষণের বিনিময় তখন তাঁহাদিগের

নিকট দেলখোস্, পমেটম বা বহুমূল্য অলঙ্কার হইতেও স্পৃহনীয়—মধুর! কোনও সংবাদ নাই, প্রয়োজন নাই, সুধু এই প্রিয়সম্ভাষণের জন্যই প্রতিদিন কত অর্থ, কত আবেগ আমাদের কুলবধূগণ মুক্তহস্তে বিলাইয়া দিতেছেন।

যে স্থলে ব্যাপার এতটা গুরুতর, সে স্থলে আমার বোধ হয়, সংযম ও নীতি-শিক্ষার কিঞ্চিৎ আবশ্যক আছে, এবং সে জন্য বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদের একটু চেষ্টা করা উচিত।

বধূরা পত্র লিখুন, কিন্তু যাহাতে সে পত্র-লেখা, সংযম, নীতি ও সভ্যতার মাত্রা অতিক্রম না করে, যাহাতে তাঁহাদের মনের ভাব, বিশুদ্ধ ভাবে, সংযত ভাবে, পরিস্কার রূপে, পবিত্রতা-পূত হইয়া লেখনী-অগ্রে প্রকাশিত হয়, যাহাতে অযথা আড়ম্বরে ও নিস্ফল আবেগে, মানসিক তেজ ও অর্থের অপব্যয় না হয়, আমাদের সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে রমণীসমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার যদি বস্তুতঃই আবশ্যকীয় ও

বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের শিক্ষার এই বিভাগটিকে সংস্কৃত করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ দেখা যায়, বার-আনা বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষাই আজকাল পত্র-লিখন-শিক্ষার নিমিত্ত মাত্র।

যাহাতে এই শ্রেণীর রমণীগণের পত্রালাপ বিশুদ্ধ হয়, সংযমের পথে চলে, অনাবশ্যকতার আবর্জ্জনা হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে এবং আবশ্যকস্থলে পূর্ণ সাফল্য লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কারককে গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

রমণীদিগের পত্র লিখিবার রীতি-নীতির কথা চিন্তা করিতে হইলে, প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—কাহার কাহার নিকট রমণীদিগের চিঠি-পত্র লিখা উচিত?

একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, পুরুষদিগের পত্র লিখিবার ক্ষেত্র হইতে, রমণীদিগের পত্র লিখিবার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ। [illegible]তঃ ইহার দুইটী কারণ। প্রথমতঃ

স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের মত বৈষয়িক চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না ; দ্বিতীয়তঃ সমাজের বন্ধন তাঁহাদিগকে যথায়-তথায় কারণে-অকারণে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত করিতে ছাড়িয়া দেয় না। মানস-সরোবরের বিশুদ্ধ-বক্ষের মত রমণী-গণের হৃদয়, তাঁহাদের চতুষ্পার্শবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ছবি হৃদয়ে লইয়াই গৌরবান্বিত—অনাবশ্যক আবর্জ্জনার অবতারণায় তাঁহাদের অনাবিল সৌন্দর্য্য অনেক খানি নষ্ট হইয়া যায়, অনেক সময় অনেক অবাঞ্ছনীয় সামগ্রীর সমাগমে তাঁহাদের নির্ম্মল সলিল পঙ্কিল হইয়া উঠে। তখন আর তাঁহাদের কোন সৌন্দর্য্যই থাকে না। সুতরাং চিঠি-পত্র লিখিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত করিবার পাত্রাপাত্র পাড়া-প্রতিবাসি-নির্ব্বাচনাপেক্ষাও সতর্কতার সহিত করিতে হইবে।

যাহার সহিত কোন কালে ঘনিষ্ঠতা নাই, যাহার সহিত আত্মীয়তার বন্ধন তেমন সুদৃঢ় নহে যাহার সহিত পরিচয় অতি অল্পদিন মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, যাহার স্বভাব, চরিত্র ও পারিবারিক অবস্থা ভাল-

রূপ জানা নাই, তদ্রূপ ব্যক্তির নিকটে বিশেষ কারণ ব্যতীত পত্র লেখা কোনও আত্মসম্মানপরায়ণা রমণীরই কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞাত, অল্পপরিচিত বা অসাধু ব্যক্তির সহিত স্বাধীন ভাবে পত্রালাপ করিলে যে নিজেরই কেবল অবনতির আশঙ্কা, তাহা নহে ; রমণীদিগের এই কার্য্যে পরিবারের মান-সম্ভ্রম ও গৌরবের অনেকটা হানি হয়।

লোকের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া অনেক সময় যেমন তাহাদের স্বভাবটি ফুটিয়া উঠে, চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়াও প্রায়ই তদ্রূপ হয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত আত্মগোপন করিতে চাহিলেও, অনেক সময় সব কথা গোপনে থাকে না ; কেবল যে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের আভাসটুকুই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহা নহে ; তাহাদের পারিবারিক রহস্যও অনেকটা প্রকাশিত হইয়া যায়। উহাতে পরিবারের সমূহ ক্ষতি।

সুতরাং নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত অপরের নিকটে নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন চিঠি-পত্র লেখা কোনও রমণীর কর্ত্তব্য নহে।

পরিবারের গৌরব ও মর্য্যাদা হানি ছাড়া, অযথা অর্থব্যয়, অযশঃ ও অখ্যাতির সমাবেশেও অনেক সময় অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহার নিকট তুমি চিঠি লিখিলে, সে যদি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী না হয়, কিম্বা দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত হয়, তবে তোমার বিন্দুমাত্র খুঁত বাহির হইলেই সর্ব্বনাশ!—তাহা-পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে! যাহাতে তোমার অযশ দশ জনের কানে না যায়, যাহাতে তোমার ত্রুটী-টুকু শুধু তার নিকটে উন্মুক্ত হইয়াই চাপা পড়িয়া থাকে—তদ্রূপ চেষ্টা করায় তাহার কোনও স্বার্থ নাই। সুতরাং তাহার নিকটে শুধু একটুখানি পত্রালাপের বিলাসিতার জন্য আত্ম-প্রকাশ করা নিতান্তই মূর্খতা। সেরূপ বিলাসিতা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমতী ললনার কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত পত্র লিখিবার কালে আরও দু'একটী সতর্কতা রমণীগণের গ্রহণ করা উচিত। চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী প্রভৃতির নিকটে পত্র লিখার প্রথাও খুব প্রশস্ত নহে। অনক্ষর ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ মিত্র হইলেও অনেক সময় বুদ্ধি-বিভ্রমে

শত্রুর কার্য্য করিয়া থাকে। "মূর্খ মিত্র হইতে বুদ্ধিমান্ শত্রুও শ্রেষ্ঠ"—একথা বাঙ্গলায় বহু পূর্ব্বেই প্রবাদ-প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। অপর একটী কারণ,—যে জন্য দাস-দাসীগণের নিকটে অনাবশ্যকে চিঠি-পত্র লেখা খুব বাঞ্ছনীয় নয়—তাহা এই যে, দাস-দাসীগণকে আপনার আত্মীয়-পরিজনের মত ভালবাসা কর্ত্তব্য হইলেও তাহাদিগকে সমকক্ষ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। দাস-দাসীর মনে যদি এ ধারণা না থাকে যে, তুমি তাহাদের ভয়, ভক্তি ও মান্যের পাত্র, তবে তাহারা অনেক সময়েই নিজেদের অবস্থা ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যাইবে। উহা মুনিব বা দাসদাসী কাহারও পক্ষেই বড় সুবিধাজনক ব্যাপার নহে। সতর্কতার সহিত এ বিপদের কারণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত চিঠি-পত্র লিখিলে অনেক দাস-দাসী সে অনুগ্রহের অপব্যবহার ও বিপরীত অর্থ করে। মনে করে, তাহাদের প্রভু মুনিব হইলেও

বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তাহাদেরই সমকক্ষ—কেবল আর্থিক অবস্থার পার্থক্যেই উহাদের ও উহাদের প্রভুর ভিতর এই মুনিব চাকর সম্পর্ক হইয়াছে। ইহা বড়ই অকল্যাণের কথা! কোনও ভদ্রমহিলারই এই প্রকারে দাস-দাসীর নিকট আত্মমর্য্যাদা খর্ব্ব করা উচিত নহে।

উপরে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করা হইল, উহারা যে কেবল পুরুষদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। নারীদিগের নিকটে পত্র লিখিতে হইলেও এই সকল কথা মনে রাখিতে হইবে। নারী হইলেই যে তাঁহাদের সাত খুন মাপ এবং তাঁহাদের যে কাহারও নিকট চিঠি-পত্র লেখা যায়—এ ধারণা ভুল। অনেক সময়ে দেখা যায়, অসম্পর্কিত, অপরিচিত নারীগণ পুরুষদের অপেক্ষাও অধিক কূট-বুদ্ধিশালিনী, পরশ্রীকাতরা ও পর-নিন্দা-পরায়ণা হন। সুতরাং পত্র লিখিবার কালে তাঁহাদের বিষয় পুরুষদের অপেক্ষা কোনও অংশে কম বিবেচ্য নয়। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের মধ্য হইতে চিঠি লিখিবার পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচন করিবে।

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এই সাধারণ-উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করার পরে, আমরা নারীদিগের পত্র লিখিবার কয়েকটী সচরাচর-নির্দ্দিষ্ট পাত্রাপাত্রের নির্দ্দেশ করিয়া এ অধ্যায়ের শেষ করিব।

যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত রমণীদিগের পত্র লিখিবার ক্ষেত্র খুবই অপরিসর থাকে, পাত্রাপাত্র খুবই কম থাকে—একথা বলা হইয়াছে। হিন্দুঘরের বালিকাগণ অনূঢ়াবস্থায় চিঠি-পত্র লিখিবার প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনুভব করেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগের পরমাত্মীয় তাঁহারা সর্ব্বদা নিকটেই থাকেন—তাঁহাদের আদর-যত্ন ও ভালবাসার মধ্যে তাঁহারা সকলটী জগৎ বিস্মৃত হইয়া যান। সেরূপ অবস্থায়, কেন তাঁহারা অপরের খবর লইতে এত ব্যস্ত হইবেন?

কিন্তু বিবাহের পরে হঠাৎ সে অবস্থার একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। চিরপরিচিত ও চির-আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিপালিত তরুণ লতিকা চিরাভ্যস্ত আশ্রয়স্থল ও অবলম্বনটী পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ আসিয়া সম্পূর্ণ এক চির-অপরিচিত ও চির-অজ্ঞাত অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করে। সে রাজ্য যতই মনোরম ও

আশাপ্রদ হউক, তাহার মোহিনী মায়া হঠাৎ তাঁহাকে সেই পুরাতন অবলম্বনটী ভুলাইয়া দিতে পারে না। চির-অভ্যস্ত অবলম্বন ছাড়িয়া চির-অনভ্যস্ত একটী আশ্রয়দণ্ড অবলম্বন করিতে তাঁহার অনেকটা কাল গত হইয়া যায়—তা সে নূতন আশ্রয়দণ্ডটী যতই প্রীতিপ্রদ ও মনোরম হউক। সেই অনতিহ্রস্ব কালটুকুর মধ্যে তরুণ বালিকার মন যে পিতৃগৃহের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এই ব্যাকুলতা যাহাতে তাঁহার স্বামিগৃহের কর্ত্তব্যগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া না যায়, সে বিষয়ে প্রত্যেক ললনারই লক্ষ্য রাখা উচিত, তথাপি এ অবস্থায় পিতৃগৃহের আত্মীয়-স্বজনের নিকট বা অপর পরিচিত বন্ধুবান্ধবের নিকট চিঠিপত্র লিখিবার প্রবৃত্তিটা অত্যন্তই স্বাভাবিক এবং বহু অংশে মার্জ্জনীয়। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীদিগের নিকটে এ অবস্থায় সর্ব্বদাই চিঠি-পত্র লিখিতে হয়। তাঁহারাও এই সময় তাঁহার পত্রাদি পাইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল থাকেন। যাহাতে তাঁহাদের চিঠি পাইয়া সেই

সকল ব্যাকুল আত্মীয়গণ তৃপ্ত, নিঃশঙ্ক ও স্থির থাকিতে পারেন, সে জন্য ললনাগণ সর্ব্বদা সে অবস্থায় তাঁহাদের নিকটে পত্রাদি লিখিবেন। এতদ্ব্যতীত পিতৃগৃহের সমবয়স্কা সহচরী ও সখীবৃন্দের নিকটেও প্রায়ই চিঠি-পত্র লিখিতে হয়।

কিন্তু এতদতিরিক্ত কাহারও নিকটে চিঠিপত্র লিখিতে হইলেই বিশেষ বিবেচনার আশ্রয় লওয়া উচিত। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, এ প্রসঙ্গে আমি, ঠান্‌-দিদি, ঠাকুরদাদা, পিসি, মাসী প্রভৃতি অপর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগের কথা কহিতেছি না—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অনেক সময় অনেক অনাত্মীয়ও ঘটনাচক্রে কাহারও কাহারও পরমাত্মীয় হইয়া উঠেন। যে স্থলে ব্যাপার সেরূপ—তথায় তাঁহাদিগকে পিতা-মাতার তুল্যই বিবেচনা করিতে হইবে। ঠান্‌দিদি-ঠাকুরদাদা, পিসি-মাসী প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন যথায় বর্ত্তমান আছেন, তথায় তাঁহাদের নিকটেও চিঠি লিখিতে হয় বৈ কি? কিন্তু এই গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিতে হইলেই একটু সতর্কতা ও বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

পিত্রালয়ের কথা এই পর্য্যন্ত। এখন শ্বশুরালয়ের কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট-বধূগণের পত্র লেখার প্রয়োজন হইতে পারে—-তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

শ্বশুর-শাশুড়ী ও দেবর-ননদগণ বধূদিগের নিকটে পিতা-মাতা ও ভাই-ভগ্নীর মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। আদর্শ বধূগণ পিতা-মাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে কোনই প্রভেদ করেন না। ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায়ই তাঁহারা তাঁহাদের দেবর ও ননদগণকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এ অবস্থায় এই সকল পরমাত্মীয়গণকে, অন্যত্র অবস্থানকালে, চিঠি-পত্র লিখিতে হয়। বস্তুতঃ, নিকটে না থাকিলে, সময় সময় চিঠি পত্র দ্বারা এই সকল আত্মীয়ের খবর গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের নিতান্তই উচিত। বার্দ্ধক্য-পীড়িত স্নেহময় শ্বশুর ও মাতৃকল্পা শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূর এ প্রকার মঙ্গল-সম্ভাষণকে কত না আদরের সহিত গ্রহণ করেন! জীবনের সান্ধ্যগগনে এ প্রীতির ছটা তাঁহাদের মানস-চক্ষুর সম্মুখে কি অপূর্ব্ব রঙ্গীন শোভাই বিস্তার করে!

শ্বশুর-শাশুড়ীর ন্যায় দেবর ও ননদগণও ভ্রাতৃবধূর এই প্রীতি-সম্ভাষণের জন্য লালায়িত হন। তাঁহারাও বধূর নিকট হইতে এইটুকু উপহার পাইলে প্রতিদানে তাঁহাকে আপনাদের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহ-ভালবাসা-টুকু বিলাইয়া দিতে পারেন। হিন্দুনারীর নিকটে এতদপেক্ষা আর কি অধিক বাঞ্ছনীয় সামগ্রী থাকিতে পারে ?

আমাদের এই সব উপদেশগুলি নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর হইলেও, এইখানে তাহাদের উল্লেখের একটু বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বধূগণ বিবাহের পর পিত্রালয়ে আসিয়া কেবলই স্বামীর নিকটে চিঠি-পত্র লিখিতে ব্যস্ত ! স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ে যে আর কেহ তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকিতে পারেন, সেটা যেন তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না। শুধু স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে আর কেহ যে তাঁহাদিগের প্রীতি, শ্রদ্ধা বা অনুসন্ধানের পাত্র থাকিতে পারেন, সেটা বুঝিতে পারিয়াছেন—এমন কোনও সাড়া বা আভাস তাঁহারা বড় দেন না। ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় ! স্বামীর নিকট

পত্র লিখুন, উহা লিখিতেই হইবে—স্বামীর মত স্ত্রীলোকের ভক্তি,যত্ন ও প্রীতির পাত্র আর কে ?—কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর যিনি প্রীতির পাত্র, স্বামীর যিনি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্নের পাত্র, তাঁহার জন্য একটুও কি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ব্যস্ততা থাকিতে নাই ? যে রমণী এইটুকু অতিরিক্ত-দানে কুণ্ঠিতা—তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে প্রশস্তহৃদয়া বলিব ?

কিন্তু যাক্—পত্র লিখিবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে—বরং সে প্রবৃত্তিকে কিরূপে সংযত, বিশুদ্ধ ও ন্যায়ানুমোদিত করা যায়, আমরা সে বিষয়ই চিন্তা করিতে বসিয়াছি—এবং অবান্তর কথা ছাড়িয়া যথাসম্ভব তাহাই বিবেচনা করিব। আমাদের বক্তব্য এই যে শ্বশুরালয়ের পত্র লিখিবার পাত্রদিগের মধ্যে স্বামী,শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর-ননদ, দেবরপত্নী ও ভাসুরপত্নী প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইঁহাদের নিকটে চিঠি-পত্র লিখিলে রমণীদিগের কোনও নিন্দারই কারণ নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত শ্বশুরালয়ের কোনও দূর-সম্পর্কীয় বা অল্প-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট অযথা চিঠি-পত্র

লেখা কোনও আত্মমর্য্যাদাশালিনী রমণীর কর্ত্তব্য নয়। তাহাতে নিজের ও শ্বশুরকুলের উভয়েরই গৌরবের হানি হইতে পারে। শ্বশুর-ঘরের গুপ্ত রহস্য যদি বধূর অপরিণামদর্শিতায় কোথাও কোন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে আর লজ্জা ও কলঙ্কের সীমা থাকে না। এই সকল কথা সর্ব্বদা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

হিন্দু পরিবারে বধূগণ ভাসুরকে বড়ই শ্রদ্ধা ও মান্যের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বরং শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে তাঁহারা যদৃচ্ছভাবে বাক্যালাপ বা পত্রবিনিময় করিতে সম্মত, কিন্তু ভাসুরের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা করিতে চান না। ইহার কারণ আমি মৎপ্রণীত "কুললক্ষ্মী" গ্রন্থে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং আমার বিবেচনায় এ প্রথায় দূষণীয় কিছুই নাই। যে যত মান্যের পাত্র, তাঁহার নিকট তত বেশী সঙ্কোচ আপনি আসে। এ সঙ্কোচের তাড়নায় যদি ভাসুরের নিকট রমণীগণকে পত্রলিখন বন্ধ করিতে হয়, তবে এজন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ভাসুর-গণের নালিশ করিবার কিছুই নাই;—একথা

নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বিশেষতঃ, রমণীগণের পারিবারিক জীবনে ভাসুরের সাক্ষাৎ-সাহায্য প্রায়ই খুব অত্যাবশ্যকীয় হয় না। অবশ্য যে স্থলে সেরূপ হয়—তথায় ব্যাপার স্বতন্ত্র। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের নিকট অপেক্ষা, চিঠি-পত্র লিখিবার সময়ে, সব চেয়ে বেশী সতর্কতা নিতে হয় বন্ধুবান্ধবের নিকট! যাঁহারা বাস্তবিক আত্মীয়-স্বজন, তাঁহা-দিগের নিকটে দু'একটা ত্রুটী করিলে, বা তাঁহাদের কাছে দু'একটা ত্রুটী বাহির হইয়া পড়িলে, খুব মারা-ত্মক কিছু অনিস্ট হয় না। কিন্তু যাহার সঙ্গে রক্তের কিছু সংশ্রব নাই, তাহার নিকটে আশঙ্কা কিছু গুরুতর। খুব বিশেষ অকৃত্রিম বন্ধুতা না থাকিলে প্রায়ই এই সকল লোককে খুব ন্যায় বিচারের বা নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে দেখা যায় না। এ অবস্থায় বাহিরের লোক হইতে খুব সতর্কতার সহিত বন্ধু-বান্ধব বাছিয়া লইতে হইবে এবং সেই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতেও আবার খুব চিন্তা করিয়া চিঠি-পত্র লিখিবার অনুরূপ উপযুক্ত পাত্র নির্দ্দেশ করিবে।

যে সকল সখী বা সহচরীবৃন্দ খুব স্থিরবুদ্ধি-শালিনী নয়, যাঁহারা স্বামীর বা পিতৃ-গৃহের বিপক্ষ-দলের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, যাঁহাদের স্বামীর নিকটে তোমার মনোগত ভাবসকল প্রকাশিত হউক, ইহাতে তোমার আপত্তি আছে, যাঁহারা চঞ্চল, অপরিমিত কৌতুকপ্রিয়, প্রগল্‌ভা, তাঁহাদিগের নিকটে চিঠি-পত্র লিখিতে পার বটে, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করিবে না। যাঁহারা কথায় কথায় রাগ করে, রাগের মাথায় নিমিষে বন্ধুত্ব পণ্ড করিয়া দিতে পারে, যাঁহারা পরনিন্দাপ্রিয়া, অসত্য-ভাষিণী, কূটবুদ্ধি, তাঁহারা আজ তোমার মিত্র থাকিলেও, বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহাদের নিকটে প্রাণের কথা যত গোপন রাখা যায় ততই ভাল। যে সকল পরিবারের নিকট গৃহের কথা বাহির হইলে স্বামি-গৃহের বা পিত্রালয়ের নিন্দা, কলঙ্ক বা অন্যবিধ অসুবিধা হয়, আত্মমর্য্যাদা খর্ব্ব হইয়া যায়, সেসকল পরিবারের মধ্যে বন্ধুব্যক্তি থাকিলেও, সকল বিষয়েই তাহাদিগকে পত্র লেখা উচিত নহে।

স্বামীর বন্ধু পরমসুহৃদ্ হইলেও বন্ধুপত্নীর নিকট হইতে সকল তথ্য পত্রযোগে দাবী করিতে পারেন, এমন অধিকার তাঁহার নাই। যদি কোন অবিবেচক বন্ধু তদ্রূপ করেন, তবে স্বামীর উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সাধারণ মত তাহার উত্তর দিবে। স্বামীর বন্ধুর নিকটে একান্তই চিঠি-পত্র লিখিতে হইলে, আমার মনে হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে যেরূপ ভাবে লিখিতে হয়, ঠিক্ সেইরূপ ভাবেই লেখা উচিত। এতদতিরিক্ত কেহ দাবী করিলে, তাহা গ্রাহ্য নহে;—তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাই শ্রেয়ঃ!

উপরে যে সকল পত্র লিখিবার পাত্রাপাত্রের কথা লিপিবদ্ধ করা গেল, এই বিরাট্ সংসারে সেসকল ব্যতীত, দায়ে পড়িয়া আরও অনেকের নিকটে চিঠিপত্র লিখিতে হয়। বাস্তবিক পত্র লিখিবার পাত্রাপাত্র নির্দ্দেশ সম্বন্ধে মোটামুটি রকম ব্যতীত, কোনও বিশেষ নিয়ম. নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। অনেক সময়ে অবস্থা-বিভ্রাটে আত্মীয়ও অনাত্মীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং অনেক সময়ে

একান্ত অনাত্মীয়ও আত্মীয় হয়। যাঁহার সঙ্গে দূর সম্পর্ক রহিয়াছে, অনেক সময়ে অবস্থাবিশেষে তাঁহারাও বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া পরেন; আবার অনেক সময়, পিতা-জ্যেঠাও পর হইয়া যান। এরূপ স্থলে, পত্র লিখিবার কালে আপন-পর-নির্ব্বাচন করা অনেকটা নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপরেই নির্ভর করে। আমাদের উপদেশ,—যাঁহারা সেরূপ বুদ্ধি বা বিচারশক্তির অভাবে এ ক্ষেত্রে আপনাদিগকে অসহায় বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা যেন স্বামীর তহবিল হইতে আবশ্যক মতে কিছু কিছু ধার গ্রহণ করেন।

তবেই আর গোলযোগ রহিবে না।

ডাকঘরের কথা।

কাহার কাহার নিকট কখন কিরূপ ভাবে চিঠি লেখা কর্ত্তব্য, সে কথার একরূপ মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এখন পত্র লিখিবার রীতি-নীতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাউক। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু কহিবার পূর্ব্বে বা বুঝাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ডাকবিভাগ ও ডাকঘরের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইতে পারিলে ভাল—কারণ, নতুবা সকল কথা স্পষ্ট হইবে না।

ইংরেজরাজের ডাকবিভাগ জগতে এক অতি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। আমরা জন্মাবধি বর্ত্তমানডাক-বিভাগের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি বলিয়া উহার অভিনবত্ব বা উপকারিতা সম্বন্ধে ভালরূপ কিছুই ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু শতবর্ষ-প্রাচীন আমাদিগের দাদা-দিদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এখনও সে সব বিষয়ের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বহুশতবর্ষপূর্ব্বে, হিন্দুরাজত্ব-কালে আমাদের

দেশে সংবাদ-প্রেরণের মাত্র তুইটী ব্যবস্থা ছিল ;— দূতমুখে, বা বাহক-সঙ্গে পত্র-প্রেরণ-দ্বারা। তুইটীই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, ব্যয়সাপেক্ষ ও অনিশ্চিয়তাপূর্ণ ছিল। একেতো দূত বা বাহক সংগ্রহ করাই রাজা-মহারাজাদের ক্ষমতায় ভিন্ন অন্যের ক্ষমতায় কুলাইতো না, তদ্ব্যতীত রেল-জাহাজ-বিহীন তৎকালের সেই তুর্গম রাস্তাঘাটে পথ চলা কি ব্যয়সাধ্য ছিল ! এখন বাষ্পীয় পোত বা গাড়ীর সাহায্যে একটী মাত্র রৌপ্যমুদ্রা ফেলিয়া দিয়া যথায় নিমেষে অল্পায়াসে চলিয়া যাইতে পারি, তৎকালে সেই স্থানটীতে পৌঁছিতে হইলে অন্ততঃ একপক্ষ কাল খুব সময় লাগিত, এবং এরূপ একটী দীর্ঘযাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাত্রিকগণকে প্রায়ই দলপুষ্ট করিবার জন্য আরও অধিক যাত্রিকের আশায় অনেকদিন বসিয়া থাকিতে হইত। যাত্রার সময় কান্নাকাটি করিয়া আত্মীয়-স্বজন হইতে বিদায় গ্রহণ করিবারও কারণ উপস্থিত হইত না, এমন নয়। কারণ রাস্তায় বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ও ছিল, চোরডাকাতের আশঙ্কাও যথেষ্ট করিতে হইত।

এ হেন অবস্থায় দীর্ঘপথ অতিবাহন করিবার জন্য দূত বা পত্রবাহক সংগ্রহ করিতে হইলে, সাধারণ লোকদিগকে যে কি পরিমাণ কষ্ট ও ব্যয়-বাহুল্য স্বীকার করিতে হইত, তাহা অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে। এরূপ ভাবে লোক প্রেরণ করিয়াও কাহারও সোয়াস্তি ছিল না। সংবাদ যে যথাসময়ে বা কোনও সময়ে নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবে এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। পথ খুব দীর্ঘ বা বিপদ্সঙ্কুল হইলে প্রায়ই সংবাদবাহকগণ যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিত না। অনেকে বা একেবারেই পৌঁছিতে পারিত না। কেহ বা অনশনে মরিত, কেহ বা পীড়ায় মরিত, কেহ বা বাঘ ভাল্লুক বা চোর-ডাকাতের হস্তে প্রাণ দিত। নদী পার হইতে যাইয়া নদীর স্রোতে, পাহাড় ডিঙ্গাইতে যাইয়া বরফের চাপে, মরুভূমি অতিক্রম করিতে যাইয়া জল-তৃষ্ণায় কত সংবাদ-বাহক অকালে পথেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! এসকল আশঙ্কা লইয়া নিতান্ত প্রাণের দায় না হইলে বা প্রলোভনে না পড়িলে, কে সহজে সংবাদ-

বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইত ? সুতরাং সাধারণের পক্ষে তখন সংবাদ আদান-প্রদান এক প্রকার অসম্ভবই ছিল।

হিন্দু-রাজত্বের পর মুসলমান-রাজত্বের কালেও দেশে সংবাদ-চলাচলের অবস্থা প্রায় এইরূপ; তখনও দূত ও পত্রবাহকই সংবাদ প্রেরণের একমাত্র যন্ত্র। তবে রাস্তাঘাটের সুবিধা হওয়ায় এবং বাণিজ্য-সম্ভারাদির আমদানী ও রপ্তানির প্রসারণে সে সময়ে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। তখন রাস্তার দুর্গমতা কতকটা কমিয়া যায়; এবং কি করিয়া সাধারণের পক্ষেও দূরদূরান্তরে চিঠি-পত্র লিখিবার সুবিধা হয়, সে দিকে রাজাদের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্ সের সা শূর এবং মোগলবংশ-গৌরব আকবর বাদশা-ই এজন্য অনেকটা চেষ্টা করিয়া যান। সের সা এজন্য পঞ্জাব হইতে সোণার গাঁ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া সেই পথে ঘোড়ার দ্বারা ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন; আকবর বাদশা সেই নিয়মটাকে দেশের তাবৎ প্রধান প্রধান অংশে

প্রচলিত করেন। বাস্তবিক সেকালে এতদপেক্ষা আর অধিক কিছু করা সম্ভবপরও ছিল না। তখন রেল বা বাষ্পীয় পোত কিছুই হয় নাই ; ঘোড়াই তখন দ্রুত সংবাদবহনের একমাত্র উপায়। সেই জন্য সের সা মানুষের পরিবর্ত্তে ঘোড়ার পৃষ্ঠেই ডাক প্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, এবং দীর্ঘপথ ভ্রমণের কষ্ট ও আশঙ্কাগুলি দূর করিবার জন্য রাস্তার মধ্যে-মধ্যে ২।৩ মাইল অন্তর-অন্তর চটী বা সরাই বসাইয়া ঘোড়া বদলাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক দু'তিন মাইল অন্তর-অন্তর ঘোড়া পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, ঘোড়া সকল সতেজ ও পুষ্ট থাকিবার বন্দোবস্ত হয়। সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তাহারা পবনবেগে সংবাদ লইয়া পরবর্ত্তী গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইত এবং একই রাস্তা পুনঃ পুনঃ অতিবাহিত করিত বলিয়া রাস্তা-ঘাট উত্তমরূপে চিনিত এবং কোনও অসুবিধা বোধ করিত না। এই উপায়ে আজকালের রেল ও জাহাজগামী ডাকের মত দ্রুত চলিতে না পারিলেও সের সার প্রবর্ত্তিত নিয়মে ডাক অতি সত্বর ও কতকটা নিয়মিত রূপে চলিত।

কিন্তু সের সা এতদতিরিক্ত কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে এইরূপ নিয়মে ডাক চলিবার ব্যবস্থা হইলেও সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। কেবল কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট যত্নপূর্ব্বক-নির্ম্মিত রাস্তাতেই এইরূপে ডাক চলিত এবং সেই ডাক প্রায়ই শুধু রাজকীয় সংবাদ বহন করিত। সাধারণের জন্য বড় একটা বিশেষ কিছু সুবিধা ছিল না। আকবর সা সে নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া যান। তিনি সাধারণের জন্যও এই নিয়মে সংবাদ প্রেরণের যথাসম্ভব সুবিধা করেন। তিনি প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে অশ্বপৃষ্ঠে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। যে স্থলে অশ্বের সুবিধা নাই, সেই সব স্থলে বর্ত্তমান ডাকপেয়াদার মত (runner) ডাকহরকরা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাক বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। ফলে রীতিমত ডাক-চলাচলের একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান ডাক-বিভাগের মত তখন কিছুই ছিল না। সাধারণের পত্র-চলাচলের এইরূপ কিঞ্চিৎ উপায় হইলেও,

তখন সংবাদ প্রেরণের ব্যয় আজ-কালের তুলনায় এত অধিক ছিল যে, সঙ্গতির অভাবেই অনেককে চিঠি-পত্র লিখিবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইত।

এতদ্ব্যতীত সেইকালে আরও অনেক দুরবস্থা ছিল।

এখন যেমন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, জিজ্ঞাসা নাই, অনুসন্ধান নাই, কোনও নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিয়া, সামান্য দু'চার পয়সা ফেলিয়া দিয়া ডাক-টিকিট ক্রয়-পূর্ব্বক পত্রের পৃষ্ঠে আটিয়া ডাক্‌বাক্সে ফেলিয়া দিলেই পত্র আপনি যাইয়া লিখিত স্থানে পৌঁছে —আর কিছু করিবার আবশ্যক হয় না, তৎকালে এতটা সুবিধা ছিল না।

তখন অনুসন্ধান করিয়া জনিতে হইত, কখন, কোন্ হরকরা কোথায় ডাক্ বহন করিয়া লইয়া যাইবে; জানিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। সে আসিলে তাহাকে রীতিমত উপদেশ দিতে হইত, অনুরোধ-উপরোধে সন্তুষ্ট করিতে হইত, কখন কখনও বা উৎকোচেও বশীভূত করিতে হইত। কারণ সে পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলে প্রতী-

কারের কোনই উপায় ছিল না। তখন ডাক-হরকরাই তাহার ডাকের সর্ব্বময় প্রভু—ডিপুটী ইন্স্পেক্টার জেনারেল! সে বিশ্বাস রক্ষা না করিলে, কে তাহার কৈফিয়ত তলব করে?

ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার একবারে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ডাক্‌হরকরার কথা দূরে থাকুক, একখানা পত্রের গোলযোগ হইলে পোষ্টমাস্টার, ইন্স্পেক্টার, এমন কি স্বয়ং সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের দপ্তর পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠে! দু'পয়সার একখানি লেপাফা কিনিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত তিন দিনে এখন সংবাদ প্রেরণ করা যায় এবং সে সংবাদ পৌঁছিতে একটুমাত্র, বিলম্ব ঘটিলে বা অন্য কোনওরূপ অন্যায় হইলে চক্ষু রাঙ্গাইয়া কৈফিয়ত তলব করিলে ডাক্‌বিভাগের সাত-আট শত টাকা মাহিয়ানার কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত সে রাঙ্গা চোখ এবং কৈফিয়ত-তলব সহ্য করেন এবং প্রাণপণ যত্নে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অতি বিনীত ভাবে এবং ভদ্রতার সহিত সে সম্বন্ধে জবাব দেন! পূর্ব্বে এতটা দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে, দুই পয়সায় দূরে থাক্ বহু

অর্থ ব্যয় করিয়াও কেহ ডাকের নিশ্চয়তা ক্রয় করিতে পারিত না। তখন দূরত্ব হিসাবে পয়সা দিতে হইত, এবং সে দূরত্ব যতই অধিক হইত, অনিশ্চয়তাও ততই বাড়িত।

বর্ত্তমানে সাধারণের সুবিধার জন্য ডাক্-বিভাগ এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং যাহাতে দিন-দিনই এ সম্বন্ধে আরও উন্নতি হয়, সে দিকে চেষ্টা-উদ্যোগ চলিতেছে।

ডাকের জন্য আজকাল স্বতন্ত্র গাড়ী ও স্বতন্ত্র জাহাজ হইয়াছে। সাধারণ গাড়ী ও জাহাজে লোক-যাতায়াত-নিবন্ধন বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা হেতু মেইল ট্রেন (ডাক্গাড়ী) ও মেইল ষ্টিমার (ডাক্ জাহাজ) নামে আজকাল স্বতন্ত্র দ্রুতগামী যান ডাক্ লইয়া নক্ষত্রবেগে দূর-দূরান্তরে ছুটাছুটি করিতেছে। কলিকাতা হইতে দিল্লীর ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া সেই রাত্রিতেই একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে দিল্লী রওয়ানা হইলে, দেখা যায়, পত্রপ্রেরক পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বেই তাহার চিঠি দিল্লী পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিতেছে। কারণ, তাহার চিঠি লইয়া যে গাড়ী-

খানি ঘণ্টায় প্রায় পঞ্চাশ মাইল হিসাবে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিকের প্রবেশাধিকার নাই! এই ডাক্‌গাড়ী ও ডাক্‌জাহাজ-গুলিকে আরও দ্রুতগামী করিবার জন্য আজকাল আর একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই যানগুলি অন্যান্য গাড়ী ও জাহাজের মত ছোট-বড় প্রত্যেক ষ্টেশনেই থামে না। নিতান্ত যেখানে না থামিলেই নয়, এবং যেখানে শুধু ডাকের জন্যই থামিতে হয়—এরূপ প্রধান প্রধান কয়েকটী মাত্র স্থানে অতি সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করে, তৎপরে আবার দ্রুতবেগে ছুটিয়া যায়। রাস্তায় কোন বিপদ্-আপদ্ ঘটিলে, বা কোন কারণে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেলে, ডাক্ উদ্ধারের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে হয়, তৎপর অন্য ব্যবস্থা! ঝড়-বৃষ্টিতে দিন কদর্য্য করিলে, তোমাদের হয় তো একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে কষ্ট হয়, অনেক সময় চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে, কিন্তু ডাকের বিরাম নাই—ডাক্ যাইবেই। কেবল যে রেল-জাহাজে চড়িয়াই যাইবে, তাহা নয়—লোকের কাঁধে চড়িয়াও যাইবে। অনেক সময়

অনেক ডাক্‌হরকরাকে (runner) আমি নিতান্ত দুর্য্যোগেও ডাক্ লইয়া রাস্তায় দৌড়িতে দেখিয়াছি। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, আজকাল ডাকের মর্য্যাদা কত !

এই তো গেল শুধু ডাকচলাচলের সুবিধা-অসুবিধার কথা। এতদ্ব্যতীত লোকে যাহাতে অতি সহজে ও সামান্য খরচে ডাকের সুবিধা উপভোগ করিতে পারে, সে জন্য চিঠি-পত্রাদি গ্রহণ বা বিলির, এবং উহাদের মাশুলেরও যথাসম্ভব সুবিধা করা হইয়াছে। আজকাল প্রায় সকল প্রধান প্রধান গ্রামেই ডাক্‌ঘর বসিয়াছে। এই সকল ডাক্‌ঘর হইতে প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়া ডাক্ রওয়ানা হয়, এবং প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়া তথায় বাহির হইতে ডাক্ আসে। এ জন্য সাধারণে প্রত্যহই চিঠি-পত্র পাইতে বা প্রেরণ করিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সহরে, প্রত্যহ অনেকবার অনেক দিক্ হইতে ডাক্ আসে, এবং বিলিও অনেক বার হয়। অনেক সহরে আবার একাধিক ডাক্‌ঘর আছে। কলিকাতা নগরীর প্রায় সমস্ত বড় বড় রাস্তায়ই ডাক্‌ঘর স্থাপিত

হইয়াছে, এবং তথা হইতে প্রতি ঘণ্টায়-ঘণ্টায়ই ডাক্ প্রেরিত ও বিলি হয়! সহরের এক ধার হইতে অন্য ধারে কাহাকেও চিঠি লিখিতে হইলেও অনেকে ডাকের আশ্রয় নেন। ডাকের মাশুল আজ কাল আর দূরত্ব হিসাবে দিতে হয় না। ভারতের যে স্থলেই চিঠি পাঠাও না কেন, একই মাশুল লাগিবে। কলিকাতার এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় সংবাদ প্রেরণ করিতে যে ব্যয়, হিমালয় হইতে কুমারিকায় সংবাদ পাঠাইতেও আজ-কাল সেই ব্যয়! সামান্য একটা ডাক-বাহক পেয়াদার কাঁধে চড়িয়া আধ ঘণ্টার পথ যাইবার জন্য তোমার চিঠি যে মাশুল তোমার উপর দাবী করিবে, অসংখ্য রেল-জাহাজের পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শত-সহস্র পর্ব্বত, নদী, নালা, খাল, প্রান্তর পার হইয়া বহুদূর দেশে গেলেও তাহাই দাবী করিবে। কেবল যে সংবাদপ্রেরণ-সম্পর্কেই এই নিয়ম, তাহা নহে। মণি অর্ডার, পার্শেল, রেজেষ্টারী প্রভৃতি ডাকের যাবতীয় জিনিসই এই নিয়মে চলে, অর্থাৎ একই মাশুলে সর্ব্বত্র যায়।

চিঠি-পত্র ও সংবাদ-আদান-প্রদানের সুবিধার ন্যায় আজকাল টাকা-পয়সা, ঔষধ-পত্র, সাজ-পোষাক, পুঁথি-পত্র এবং গহনা-পত্রাদিও ডাকে পাঠাইবার সুবিধা হইয়াছে। সংবাদ প্রেরণের জন্য সাধারণতঃ পোষ্টকার্ড, খাম ও নানারূপ ডাক্‌টিকিট ব্যবহৃত হয়। পোষ্টকার্ড এক পয়সা মূল্যে এবং খাম বা ইনব্লাফ দুই পয়সা মূল্যে বিক্রীত হয়। স্বতন্ত্র চিঠি-লিখিবার-কাগজে চিঠি লিখিয়া এই সব খামে ভরিয়া দিতে হয়, পোষ্টকার্ডের সাদা পৃষ্ঠায় এবং ঠিকানা লিখিবার পৃষ্ঠার অর্দ্ধেকের ভিতর সংবাদ লেখা যায়। খামের মধ্যে যত পাতলা কাগজ দেওয়া যায়, ততই ভাল; কারণ, ওজন বুঝিয়া চিঠির মাশুল লাগে। দুই পয়সার খামে এক তোলা পর্য্যন্ত ওজন চলিতে পারে, এতদতিরিক্ত হইলে আরও দুই পয়সার একখানি আল্‌গা টিকিট উহাতে জুড়িয়া দিতে হয়। তাহা হইলে দশ তোলা পর্য্যন্ত আর মাশুল লাগে না। এ জন্য 'নোটপেপার' নামক চিঠি-লিখিবার স্বতন্ত্র কাগজে পত্রাদি লিখাই প্রশস্ত। কারণ, পাতলা হইলেও ঐ সকল কাগজের লেখা

অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া বাহির হয় না। অনেকে টিকিট-মারা ডাকের খামে চিঠি না লিখিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছোট-বড় সাদা খামে চিঠি লেখেন এবং ডাকে ফেলিবার সময় উহাতে আল্‌গা টিকিট আটিয়া দেন। ঐ সকল চিঠিতেও ঐ নিয়মেই মাশুল দিতে হয়—অর্থাৎ এক তোলা পর্য্যন্ত দুই পয়সা এবং তদতিরিক্ত হইলে দশতোলা পর্য্যন্ত চারি পয়সার টিকিট লাগে।

চিঠি প্রেরণের সময় ডাক্-টিকিট না দিয়া দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু তেমন অবস্থায় উপযুক্ত মাশুলের দ্বিগুণ মাশুল পত্রগ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। পত্রগ্রাহক ঐ চিঠি লইতে অস্বীকৃত হইলে, ওই দ্বিগুণ মাশুল প্রেরকের নিকট হইতে পুনঃ দাবী করিয়া আদায় করা যায়। এতদ্ব্যতীত এই সকল চিঠি গন্তব্য স্থানে পৌঁছেও একটু দেরীতে। এই সকল চিঠিকে "বিয়ারিং" চিঠি বলে। টিকিট-অগ্রিম-দেওয়া চিঠিতে যদি মাশুল কম পরে, তবে যেটুকু মাশুল কম পরে, তাহার দ্বিগুণ মাশুল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় করা হয়।

রিপ্লাই কার্ড নামক একপ্রকার জোড়া-কার্ড আছে। কোথাও পোষ্টকার্ড পাওয়ার সুবিধা না থাকিলে, বা কাহাকেও উত্তর দিতে বাধ্য করিবার মতলব থাকিলে, ঐ রূপ কার্ডে পত্র লেখা যায়।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে, ডাক্ঘর হইতে ডাক্ ষ্টেসনে চলিয়া যাওয়ার পরও দৌড়িয়া যাইয়া গাড়ীতে বা জাহাজে চিঠি দিয়া আসা যায়; কিন্তু সে অবস্থায় উপযুক্ত মাশুলের তুল্য অপর একটী মাশুল, প্রেরককে "লেইট ফি" (দেরীর মাশুল) স্বরূপ অতিরিক্ত দিতে হয়। গাড়ী বা জাহাজ রওয়ানা হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই সুবিধা থাকে।

টাকা পয়সা প্রেরণ ঃ—টাকা-পয়সা ডাকে প্রেরণের জন্য সরকার বাহাদুর "মণিঅর্ডার" নামক অপর একটী ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। একখানি ছাপান ফরমে প্রেরককে, প্রেরিতব্য টাকার সংখ্যা এবং প্রেরক ও গ্রহীতার নাম-ধাম ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হয় এবং তারিখ দিতে হয়। এই ফরম খানি বুঝিয়া পাইয়া যথা-পরিমাণ টাকা ও মাশুল লইয়া পোষ্টমাষ্টার

মহাশয় বা তাঁহার কোনও "মণিঅর্ডার"-কেরাণী প্রেরককে একখানি নিদর্শন-পত্র বা রসিদ দেন। সেই রসিদখানিতে, প্রেরিত টাকার পরিমাণ ও যাহার নিকট টাকা যাইবে তাঁহার নাম থাকে। যদি উক্ত ব্যক্তির নিকটে টাকা পৌঁছিতে বিলম্ব বা বাঁধা হয়, তবে ঐ রসিদ দেখাইয়া পোষ্টাফিসে বা ইন্‌স্পেক্টরের নিকটে আবেদন করিলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা হইয়া থাকে।

মণি-অর্ডারের মাশুল নিম্নলিখিতরূপ লাগে।

এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা ... এক আনা।
পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা ... দুই আনা।
দশ টাকা হইতে পনর টাকা ... তিন আনা।
পনর টাকা হইতে পঁচিশ টাকা ... চারি আনা।

এতদধিক টাকা হইলে, ৬০০৲ ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত এই হিসাবে মাশুল অধিক দিতে হয়।

অন্যান্য জিনিসপত্র প্রেরণ ঃ—টাকা-পয়সা ভিন্ন অন্যান্য, সাধারণ জিনিসপত্র প্রেরণজন্য পোষ্টাফিসে দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে।

পুস্তক, বিজ্ঞাপন, ফরম, সংবাদ-পত্র, মাসিক

পত্র প্রভৃতি ছাপান কাগজ প্রেরণের জন্য যে ব্যবস্থা তাহাকে "বুকপোষ্ট" কহে। চিঠিপত্র ব্যতীত হাতের লেখা বই, ছবি কিম্বা সাদা কাগজ প্রভৃতিও বুক-পোষ্টে যায়।

বুক পোষ্টের মাশুল প্রতি দশ তোলায় দুই পয়সা। মাশুল দ্বারা টিকিট খরিদ করিয়া দ্রব্যের পৃষ্টে ঠিকানার নিকটে, অগ্রিম লাগাইয়া দিতে হয়। বুকপোষ্টের জন্য কোনও রসিদ পোষ্টাফিস্ হইতে পাওয়া যায় না।

বুকপোষ্ট ভিন্ন অন্য প্রকারে অন্যান্য দ্রব্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা—পার্শেল! জামা, জুতা, কাপড়, ঔষধ-পত্র, গহনা প্রভৃতি ভালরূপ (যাহাতে রাস্তায় নষ্ট না হইতে পারে) বাঁধিয়া বস্তার উপরে নিজের ও গ্রহীতার নাম-ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হয়। পার্শেলের মাশুলও বুক-পোষ্টের ন্যায় টিকিট দ্বারা অগ্রিম দেয়। ইহার জন্যও কোনও রসিদ পাওয়া যায় না! মাশুলের হার প্রতি চল্লিশ তোলায় দুই আনা মাত্র।

নিরাপদে পাঠাইবার জন্য দরকারী ও মূল্যবান্

চিঠিপত্র ও দ্রব্যাদি রেজেষ্টারী করার বিধি আছে। রেজেষ্টারী করিতে হইলে পত্র বা দ্রব্যাদির প্যাকেটের উপরে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়েরই নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হয় এবং উপযুক্ত মাশুলের উপর আর দুই আনা অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। এইরূপ করিলে পোষ্টাফিস্ হইতে প্রেরক, মণিঅর্ডারের রসিদের অনুরূপ একখানি রসিদ পাইতে পারেন, এবং কোনও রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে, উহা দেখাইয়া তদন্ত করাইতে পারেন। কিন্তু এই দুই আনা অধিক দিলেও নষ্ট-দ্রব্যের জন্য পোষ্টাফিস্ ক্ষতি-পূরণের দায়ী থাকেন না। পোষ্টাফিসকে প্রেরিত দ্রব্যের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করিতে হইলে রেজষ্টারী-ফি'র উপরেও আরও কিছু অতিরিক্ত মাশুল দিয়া প্রেরককে প্রেরিত দ্রব্য "ইন্সিওর" (অর্থাৎ নিরাপদ্) করিতে হয়। এরূপ করিবার সময় যে দ্রব্য ইন্সিওর করা হইল, তাহার একটা মূল্য ধরিয়া দিতে হয় এবং সেই মূল্যের হারে কম-বেশী ইন্-সিওরেন্স-মাশুল দিতে হয়। তবেই পোষ্টাফিস্, দ্রব্য নষ্ট হইলে, উহার জন্য উক্ত নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিতে

বাধ্য থাকেন। 'ইন্‌সিওর' করিলে তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র রসিদ পোষ্টাফিস্‌ হইতে পাওয়া যায় না। রেজেষ্টারী-রসিদের মধ্যেই "ইন্‌সিওর করা হইল" এই কথা কয়টী লিখিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, রেজেষ্টারী না করিয়া কোন দ্রব্যই ইন্‌সিওর করা যায় না। অনেকে চিঠি-পত্রের মধ্যে নোট পুরিয়া "ইন্‌সিওর" করিয়া টাকা পাঠান। ইহাতে পয়সা অনেক কম লাগে। কারণ—"ইন্‌সিওরেন্স" ও "রেজিষ্ট্রেসনের" মাশুল ব্যতীত ইহাতে বাকী মাশুল সমস্তই চিঠির হিসাবে দিতে হয়। "ইন্‌সিওরেন্সের" অতিরিক্ত মাশুল প্রতি পঞ্চাশ টাকায় এক আনা মাত্র। অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান্‌ দ্রব্য প্রায়ই "ইন্‌সিওর" করিয়া পাঠাইতে হয়।

এতদ্ব্যতীত, "ভেলু-পেয়েবল' নামক আর এক প্রকার পার্শেলের ব্যবস্থা আছে। ব্যবসায়িগণ উক্ত উপায়ে দ্রব্যাদি ক্রেতাদিগের নিকটে পাঠাইয়া ডাকেই মূল্য আদায় করেন। কিন্তু উহাতে আমাদিগের অনাবশ্যক। সে বিষয়ে অধিক কিছু লিখিব না। টেলিগ্রাফ ও সেভিংস্‌-বেঙ্ক (অর্থাৎ

টাকা জমা রাখিবার আফিস) নামে অপর যে দুইটী পোষ্টাফিসের অঙ্গ আছে, তাহারাও আমাদের দরকারের বাহিরে। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য দেশে ডাক পাঠাইতে হইলে স্বতন্ত্র নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমার এ গ্রন্থ লিখিত, তাঁহাদের ততদূর জানিবার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং সে সব বিষয়েও আমি নির্ব্বাক্।

শেষে, একটী মাত্র কথা আমি পাঠিকাঠাকুরাণী-দিগকে মনে রাখিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিব।

ডাকে চিঠি ও দ্রব্যাদি পাঠাইবার কালে এই কথাটী ভাল করিয়া মনে রাখিবেন যে, সাধারণ চিঠি-পত্র বা 'বুকপোষ্ট'-আদি ওজন হিসাব করিয়া ডাক্ বাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলে বটে, কিন্তু পার্শেল, রেজেষ্টারী চিঠি, রেজেষ্টারী বুকপোষ্ট, রেজেষ্টারী পার্শেল, মণিঅর্ডার বা ইন্‌সিওরেন্স গুলি আফিসের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর হাতে দিতে হয় এবং সাধারণ পার্শেল ব্যতীত অপর প্রত্যেকটীর জন্য একটী করিয়া রসিদ লইতে হয়। মনিঅর্ডারের মাশুল

অন্যান্য মাশুলের মত টিকিটদ্বারা দিতে হয় না, মণি-অর্ডার-কেরাণী মহাশয়কে নগদ বুঝাইয়া দিতে হয়।

যদি কোনও মহিলা কোনও অজ্ঞ লোককে কখনও পোষ্টাফিসে পাঠান, তবে তাহাকে এইসকল কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

রবিবারে ডাকঘর বন্ধ থাকে। চিঠিপত্র কিছু কিছু বিলি হইলেও সে দিন কোনও প্রকার পার্শেল, রেজেষ্টারী-দ্রব্য, ইন্‌সিউরেন্স-সামগ্রী বা মণি-অর্ডার বিলি বা গ্রহণ করা হয় না। এতদ্ব্যতীত, বড় দিন, নিউ-ইয়ার্স ডে, গুড্‌-ফ্রাইডে, সম্রাটের জন্ম দিন, চৈত্র-সংক্রান্তি, জন্মাষ্টমী, দুর্গা-পূজা, কালী-পূজা, বক্রীদ্, ইদ্‌ল-ফেতর প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে পোষ্টাফিস্ কয়েকদিন বন্ধ থাকে। সেই সব দিনে পোষ্টাফিসের কার্য্য রবিবারের মত হয়।

পত্র লিখিবার সময় এই সব নিয়মগুলি মনে রাখিলে, অনেক সময় অনেক অসুবিধার হাত হইতেই ললনাগণ মুক্তি পাইবেন—এই বিবেচনায়ই এই অধ্যায়ে এত সব অপ্রাসঙ্গিক কথা লিপিবদ্ধ

করিলাম। এখন পত্র লিখিবার রীতি-নীতি সম্বন্ধে আসল ব্যক্তব্যগুলি বলিতে চেষ্টা করিব। এই অধ্যায়টী রমণীগণ অতি আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

পত্র লিখিবার রীতি

মানুষের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, পত্রেরও তদ্রূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। মানুষের যেমন মাথা কিম্বা দেহ, ইহাদের একটা না থাকিলেই নয়, পত্রেরও তেমনি 'শিরোনাম' কিম্বা 'গর্ভ'—ইহাদের একটীর অভাব হইলেই বিভ্রাট! যে ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিতে হইবে, পত্রের যে অংশে তাঁহার নাম, ধাম ও ঠিকানা দিতে হয়—তাহাকে 'শিরোনাম' বলে। আর যে অংশে পত্রের সংবাদ থাকে তাহাকে 'গর্ভ' বলে। বলা বাহুল্য যে এই দুইটীর একটীকেও পত্র লিখিবার কালে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। ঠিকানা না থাকিলে পত্র কখনই যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে না, আর সংবাদ না থাকিলে সে পত্র তো পত্রই নয়!

তারপর আবার, এই "শিরোনাম" ও "গর্ভ" নামক অঙ্গগুলির ভিতরে কতকগুলি প্রত্যঙ্গও আছে।

পত্র লিখিবার রীতি

মানুষের যেমন দেহ ও মস্তকের মধ্যে হস্ত-পদ-চোক-মুখ ও আঙ্গুল প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যঙ্গ থাকে, শিরোনাম এবং গর্ভের মধ্যেও তেমনি কতকগুলি বিভিন্ন অংশ থাকা চাই। নতুবা মানুষের ন্যায় পত্রেরও অঙ্গহানি হয়। শিরোনামে নিম্নলিখিত প্রত্যঙ্গগুলি থাকা চাই ;—

(১) প্রথম পাঠ

(২) যাঁহার নিকট পত্র লেখা হইবে তাঁহার নামের বিশেষণ

(৩) তাঁহার নাম

(৪) ২য় পাঠ

(৫) গন্তব্য স্থানের ঠিকানা

কেহ কেহ বা নিজের নাম এবং ঠিকানাও শিরোনামের একপার্শ্বে লিখিয়া দেন। রেজেষ্টারী পত্র, পার্শেল, কিম্বা ইন্‌সিওরেন্সের বেলা উহা করিতেই হয় ; কারণ, কোনও গতিকে মালিককে না পাওয়া গেলে উহাদের ফিরিয়া আসা চাই ; প্রেরকের নাম-ধাম না থাকিলে কি প্রকারে উহারা ফিরিয়া আসিবে ? কিন্তু সাধারণ চিঠি-পত্রের

বেলায় তেমন কিছু বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ চিঠি একখানি হারাইলে কাহারও বড় বিশেষ একটা কিছু আসে যায় না।

পোষ্ট কার্ডের যে অংশে টিকিট থাকে, সেই অংশে এবং খামের যে দিকটায় খুলিবার মুখ থাকে তাহার বিপরীত পৃষ্ঠায় শিরোনাম লিখিতে হয়। শিরোনাম লিখিতে উহার প্রত্যঙ্গগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সন্নিবেশিত করিতে হয়।

১। প্রথম পাঠটী পত্রের সর্ব্বোচ্চ লাইনে বাম পার্শ্বের উপরিভাগে বসিবে।

২-৩। তন্নিম্ন লাইনেই পত্রের ঠিক মাঝখান দিয়া মালিকের নামের বিশেষণ ও নাম পর পর এক ছত্রে লিখিতে হয়।

৪। নামের ঠিক অব্যবহিত পরের ছত্রেই ডান পার্শ্বে ২য় পাঠটী বসে।

৫। তার পর নিম্নে যে কোনও স্থানে ঠিকানা।

বিষয়টী বুঝাইবার জন্য নিম্নে দুইটী নমুনা দেওয়া গেল।

যে স্থলে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা, থাকিলেও থাকিতে পারে, সেই স্থলটীতে একটী তারকা-চিহ্ন (*) দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পাঠ—(১)
মালিকের নামের বিশেষণ (২) মালিকের নাম (৩)
* দ্বিতীয় পাঠ—(৪)

ঠিকানা (৫)

পরম শ্রদ্ধাস্পদ (১)
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২-৩)
মহাশয় পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—(৪)

বাঙ্গালীটোলা, মদন পাড়ের হাওলী—
* বেনারস সিটী,—

শিরোনামের এই প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থের পাত্রাপাত্রভেদে তারতম্য হইয়া থাকে। যাঁহার নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি

গুরুব্যক্তি হইলে এইগুলি যেরূপ হইবে, তিনি কনিষ্ঠসম্পর্কীয় হইলে ঠিক তেমন হইবে না। আবার সমসম্পর্কীয়ের বেলায় অন্যরূপ হইবে। কিন্তু মালিকের নাম ও ঠিকানা সর্ব্বদাই এক থাকিবে। আমরা পরে যথাস্থানে এই সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখন "গর্ভের" কথা বলা আবশ্যক।

"গর্ভের" সংবাদ পোষ্ট-কার্ডের বেলা সাদা পৃষ্ঠে এবং খামের বেলা স্বতন্ত্র সাদা কাগজে লিখিতে হয়। ঐ কাগজ খানি পরে খামের ভিতর পুরিয়া দিলেই চলে। গর্ভের সংবাদ লিখিবার জন্য "নোট পেপার" নামক চিঠি লিখিবার নিমিত্ত, স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত কাগজই প্রশস্ত—একথা বলা হইয়াছে। এই কাগজে দুইটী পাতা বা চারিটী পৃষ্ঠা থাকে। কেহ কেহ বা প্রথম পৃষ্ঠা হইতে, কেহ কেহ বা চতুর্থ পৃষ্ঠা হইতে সংবাদ লিখিতে আরম্ভ করেন। যিনি ১ম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করেন, তিনি হয় ক্রমাগত প্রত্যেক পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় লিখিয়া যান, না হয়তো ১ম, ৩য়, ২য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় ক্রমে লেখেন।

ইহাতে একটু সুবিধা এই যে, ১ম পৃষ্ঠা লিখিয়াই তৃতীয় পৃষ্ঠায় চলিয়া গেলে ১ম পৃষ্ঠার লেখাগুলি কোনও রূপে মুছিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ১ম পৃষ্ঠা লিখিয়াই ২য় পৃষ্ঠায় গেলে সে আশঙ্কা আছে। তৃতীয় পৃষ্ঠা লিখিয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয় লিখিয়া চতুর্থে গেলেও সেই সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ভাবে লিখিতে গেলে পাঠকের সুবিধার জন্য ঐ সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নম্বর দিয়া লেখার পূর্ব্বাপর ঠিক রাখিতে হয়; অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় ক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর দিতে হয়। নতুবা গোলযোগের সম্ভাবনা। চতুর্থ পৃষ্ঠা হইতে যাঁহারা আরম্ভ করেন, তাঁহারা ৪র্থ, ১ম, ৩য় ও ২য় এই ভাবে লিখিয়া গেলে সেই সুবিধা পাইতে পারেন। কিন্তু ৪র্থ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ৪র্থ, ১ম, ২য় ও ৩য় এই ভাবে লিখিয়া পত্র শেষ করিলে লেখাটা বেশ একটানা হয়। যদিও এই নিয়মে ২য় পৃষ্ঠা লিখিবার বেলা ১ম পৃষ্ঠার লিখিত অংশ মুছিয়া যাইবার একটু আশঙ্কা আছে, তথাপি আমাদের মতে এই প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কারণ একটু খানি 'ব্লটিং পেপার' রাখিলেই লেখা মুছিয়া যাওয়ার গোলযোগ দূর হইতে পারে।

এখন কি ভাবে 'গর্ভে' লিখিতে হয়, তাহার কথা বলা যাউক। শিরোনামের ন্যায় গর্ভেরও পাঁচ-ছয়টী প্রত্যঙ্গ বা অংশ আছে।

(১) 'গর্ভে'র সর্ব্ব প্রথমেই পৃষ্ঠাব উপরিভাগে, দক্ষিণ পার্শ্বে, প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ দিতে হয়।

(২) তৎপর, সংবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঠিকানা ও তারিখের দুই ইঞ্চি পরিমাণ নীচে, বাম দিকে সরাইয়া এক ছত্রে একটী পাঠ লিখিতে হয়।

(৩) পাঠের পরেই তন্নিম্ন লাইন হইতে সংবাদ লিখিতে হয়। সংবাদ কতটা লিখিতে হয় তাহার কিছু নিয়ম নাই। যতটা প্রয়োজন ততটা লিখিয়াই

(৪) তন্নিম্নে দক্ষিণ ভাগে আর একটী পাঠ লিখিতে হয়।

(৫) সেই পাঠটীর—অব্যবহিত পরের লাইনেই প্রেরকের স্বাক্ষর থাকে।

হিন্দু-ললনাগণ 'গর্ভের' শিরোদেশে আর একটী অংশ জুড়িয়া দেন। পত্র আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই

তাঁহারা সর্ব্বোচ্চে ঈশ্বর বা যে কোন উপাস্য দেবতার নাম খোদাই করেন। আজ-কালকার নব্যেরা এটা তুলিয়া দিতে চান। তাঁহারা বলেন, এটা অনাবশ্যক, সুরুচি ও সুরীতির বাহিরে। অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সুরুচি ও সুরীতির বাহিরে কেন হইতে যাইবে, তাহা এখনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এ বিষয়ে আমার মত এই যে, এটা লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে; কিন্তু অনাবশ্যকেই ঈশ্বরের নাম লইতে বাধা কি? যদি প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই ঈশ্বরকে স্মরণ করার কিছু একটা সার্থকতা থাকে, তবে এটারও একটু-আধটু থাকিতে পারে। কিন্তু যাউক—এ কথাটা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইতেছে, 'গর্ভে'র মূলতঃ পাঁচটী অংশ; এবং সেই পাঁচটী অংশ সাজাইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়ঃ—

	ঠিকানা ও তারিখ } (১)
পাঠ—(২)	
সংবাদ—(৩)	
পাঠ (৪)	
	প্রেরকের সাক্ষর—(৫)

নিম্নে একখানি আদর্শ দেওয়া গেলঃ—

> ১১ নং বেলপুকুর রোড,
> কলিকাতা
> ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২০ } (১)
>
> শ্রীশ্রীচরণসরোজেষু—(২)
>
> মামা, আপনি পত্র লিখিয়াছেন আপনার ওখানে একবার বেড়াইতে যাইবার জন্যে। কিন্তু পরীক্ষা একান্ত নিকটবর্ত্তী। গেলেও বেড়াইবার আমোদ মোটেই উপভোগ করিতে পারিব না। সুতরাং এখন না যাইয়া পরীক্ষান্তে যাওয়াই সুবিধা-জনক বিবেচনা করি। এ বিষয়ে আপনার মত কি লিখিবেন। আমি ভালই আছি। শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ-প্রার্থী। (৩)
>
> সেবিকা (৪)
>
> সুমতি (৫)

এখন এই পাঁচটী অংশ কিরূপ ভাবে কখন পূরণ করিতে হয় ?

(১) প্রথম অংশটী লইয়া আমাদের কোনই

গোলযোগ নাই। কারণ যেখানেই পত্র লেখা হউক না কেন, ঠিকানা যাহা তাহাই থাকিবে এবং উহার সঙ্গে, যে দিন পত্র লিখিবে, সেই দিনেরই তারিখ দিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় অংশটীর সম্বন্ধে এই একটু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা ঠিক শিরোনামের ২য় পাঠটীর অনুরূপ একটী পাঠ, এবং 'গর্ভে'র কিম্বা শিরোনামের অন্যান্য পাঠের মতই চিঠির পাত্রাপাত্র ভেদে পরিবর্ত্তনশীল।

(৩) তৃতীয় অংশটী বা 'গর্ভে'র মূল-সংবাদসম্পর্কে বিশেষ কিছু আইন-কানুন নাই। পত্র-লেখক তথায় প্রয়োজনানুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করিয়া যাইবেন। তবে উহা যাহাতে সুরুচিসঙ্গত, প্রাঞ্জল, অনাড়ম্বর এবং মর্ম্মস্পর্শী হয়, সেই ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। "পত্রের ভাব, ভাষা ও রচনাভঙ্গী"-শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

(৪) চতুর্থ অংশটী বা 'গর্ভে'র ২য় পাঠ, যাহার নিকট পত্র লেখা হইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রেরকের কি সম্বন্ধ তাহার পরিচায়ক মাত্র। যথা—উদ্দিষ্ট ব্যক্তি

পূজনীয় হইলে প্রেরক লেখেন 'সেবক' ; উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কনিষ্ঠ হইলে প্রেরক লেখন 'আশীর্ব্বাদক', —এই প্রকার।

(৫) পঞ্চম অংশটী সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। কারণ উহা নিত্য—প্রেরকের নাম মাত্র —সকল সময়েই এক থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাত্রাপাত্র ভেদে "শিরোনাম" বা "গর্ভে"র পাঠ-নির্ব্বাচন ভিন্ন, পত্রের গঠনপ্রণালী বা রীতি সম্বন্ধে আর কোনও গোলযোগ নাই। এই পাঠগুলি কোথায় কিরূপ ভাবে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, আমরা পর পরিচ্ছেদে তাহাই দেখাইব।

পাঠ-নির্ব্বাচন

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সব কথা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে পত্রলিখন সম্বন্ধে বিশেষ যাহা কিছু গোলমাল, তাহা এই 'পাঠ-নির্ব্বাচন' লইয়া। লোকেব নাম বা ঠিকানা কাহাকেও কখনও ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না ; সংবাদের বেলাও ব্যাপার প্রায় তদ্রূপ। যাহা লিখিতে বসিয়াছি, তাহা গুছাইয়া লিখিয়া গেলেই হইল। কিন্তু "পাঠ-নির্ব্বাচন" ব্যাপারটা একটু শক্ত। সম্পর্ক-ভেদে ইহার সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, যদি অনাবশ্যক কতকগুলি নিয়মের বাঁধন শিথিল করা যাইত, তবে বিষয়টী তত জটিল হইত না। সুখের বিষয়, দিন দিন সংস্কারকদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষিত হইতেছে। আগে যে সকল বাহুল্য আড়ম্বরের ছড়াছড়ি ছিল,

আজকাল তাহা নাই। একখানা পত্র লিখিতে হইলে পূর্ব্বে কত আইন-কানুনই না মানিয়া চলিতে হইত! ফলে লেখককে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত। আজকাল ততটা নাই। কিন্তু এখনও যতটা আছে, ততটাও যে ঠিক বাঞ্ছনীয়, তাহা আমার মনে হয় না। পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য যদি সংবাদ প্রেরণই হয়, তবে শুধু আদব-কায়দায় সমস্ত শক্তি অপব্যয়িত না করিয়া যাহাতে লিখিত বিষয়টাকে যথাসাধ্য পরিষ্কার করা যায়, তাহার চেষ্টাই করা উচিত। আজকাল একখানা পত্র লিখিতে বসিলে, পূর্ব্বের ন্যায় তখনই লিখিবার লগ্ন, তারিখ, উপকরণ, রীতি-নীতি এবং মুছাবিদা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য টোলে কিম্বা পণ্ডিতবাড়ীতে দৌড়িতে হয় না বটে, কিন্তু এখনও অনেককে বৈবাহিকের নিকট বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট পত্র লিখিবার বেলা, বিশেষ-পাঠ বা শিরোনামের আদর্শের অনুসন্ধানে, সাহেববাড়ীর চাকুরির উমেদারদিগের ন্যায় বিব্রতভাবে ছুটিতে দেখা যায়। এরূপভাবে সময় ও শক্তির অপচয় করা আমার

মতে বড়ই মূর্খতার কার্য্য। যেখানে পাঠ নির্দ্ধারণের এতটুকু অসুবিধা হয়, আমার মতে সেখানে নাম ধরিয়া বা সম্পর্ক ধরিয়া সম্বোধন করিলেই যথেষ্ট। মনে কর, তোমাকে তোমার বৈবাহিকের নিকটে চিঠি লিখিতে হইবে। তখন "মদেকসদয়েষু" এই উদ্ভট ও দুর্ব্বোধ্য পাঠটী বাহির করিবার জন্য ইতস্ততঃ হেস্ত-ন্যস্ত না করিয়া, যদি তুমি শুধু "বৈবাহিক মহাশয়"—এই কথাটী বলিয়া সম্বোধন কর, তবে কি ত্রুটী হয় ? একটা বহুকাল চলিত সনাতন প্রথার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়—এই ? তা হউক। হিন্দুদিগের এমন অনেক সনাতন প্রথা ছিল, যাহা অদ্য পর্য্যন্ত গড়াইলে আমাদের দুর্দ্দশা অনেকটা কমিয়া যাইত। কিন্তু আমরা অনায়াসে তাহাদের মুণ্ডপাত করিয়াছি। এই সব অপেক্ষাকৃত নিরর্থ, নিস্ফল প্রথাগুলির বেলাই কি যত বাঁধা-বাঁধি ?

আমাদের সমাজের একটা মজার নিয়ম এই যে "বাঁধিয়া মারিলে সয় ভাল।" নতুবা আমরা কোন প্রকার পরিবর্ত্তনেরই পক্ষপাতী নই। আজ যদি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, বিলাত হইতে

প্রত্যাগত সকল হিন্দুসন্তানকেই সমাজে স্থান দিতে হইবে—নতুবা সমাজকর্ত্তাগণ আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন, তবে আমার মনে হয়, আমাদের "বকবকানি" 'ফস্‌ফসানি' দু'এক দিন থাকিলেও অতি শীঘ্রই ভট্টাচার্য্যদের মত পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং ছ'মাসের মধ্যে তাঁহারা শাস্ত্র দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে বসিবেন যে, সমুদ্রযাত্রা পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, এবং এখনও শাস্ত্রের অমর্য্যাদা না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রচলিত হইতে পারে! কিন্তু আজ যদি কেহ তাঁহাদিগকে বলেন যে, শ্রাদ্ধ কিম্বা দুর্গোৎসবের বেলা ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ব্রাহ্মণ-বিদায়টা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া একবেলা-ভোজী কাঙ্গালদিগকে অভ্যর্থনা করা হউক, এবং নৈবদ্যগুলি ও পাঠার মুণ্ডগুলি সমস্তই বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্ধ-আতুর ও খোড়া প্রভৃতি ক্ষুধাতুরদিগের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হউক, তবে বোধ হয় তাঁহারা অম্লানবদনে তাহাকে "ম্লেচ্ছ, কুলাঙ্গার, ও অহিন্দু" বলিয়া গালি দেন এবং সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া তেমন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টিত হন।

পত্রলিখন সম্বন্ধেও কোনও নূতন পথ অবলম্বন করিতে গেলে প্রথমে যে তদ্রূপ গালাগালি কিঞ্চিৎ না খাইতে হইবে তাহা নয়; কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, তেমন একটা নূতন প্রথা শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হইবে। এই একান্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্যস্ততার দিনে, এই সকল জটিল প্রথা মানিয়া নিরর্থক সময় নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হইবে না, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

একটা কথা এখানে পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে হইবে। আমি "পাঠ" কিম্বা "আদব-কায়দা" একবারে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না। "পাঠ" কিম্বা "আদব কায়দার" কিছুটা যে আবশ্যকতা নাই তাহা নহে। পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নত এবং সভ্য জাতির মধ্যেই উহাদের প্রচলন আছে। কিন্তু অনাবশ্যকে তাহাদিগকে দীর্ঘ হইতে দিতে নাই। যাঁহার নিকটে পত্র লিখিতে হইবে, তাঁহার প্রাপ্য সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদাটুকু সম্পূর্ণই রক্ষা করে, এরূপ একটী অতি সরল পাঠ নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই হইল, এবং সে পাঠ যাহাতে বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত না

হয়, তাহার দিকেও একটু দৃষ্টি থাকা চাই। আমার মনে হয়, শিরোনামের একটী পাঠ আমরা এইরূপ বাহুল্যভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং সে স্থলে ব্যবহৃত দুইটী পাঠের যে কোন একটীকে অনায়াসেই বরবাদ দেওয়া চলে। পারিবারিক চিঠিতে, গর্ভের ১ম পাঠটী সম্বন্ধেও আমি কিঞ্চিৎ উদার-মতাবলম্বী হইতে চাই। সরল পাঠের অভাবে, অথবা যেখানে পাঠ খুঁজিয়া না পাওয়া যায় সেখানে, নাম বা সম্পর্ক ধরিয়া সম্বোধন করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় "শ্যামও রাখি, কুলও রাখি" এরূপ একটী মাঝামাঝি ব্যবস্থাও আছে বটে, এবং আমার মতে এখন অমাদের সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলাই সমীচীন। সেই ব্যবস্থাটী এই যে, পত্র লিখিবার পাত্রদের মধ্যে সামান্য সামান্য তফাৎগুলি দূর করিয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটী সাধারণ শ্রেণী বিভাগ করিয়া লও, এবং তাহাদের প্রত্যেকটীর জন্য, মাত্র একটী বা দুইটী সরল ও সুখপাঠ্য 'পাঠ' নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ। নূতনত্ব বা বিশেষত্বের

লোভে এতদতিরিক্ত কোনও দুর্ব্বোধ্য 'পাঠের' আশ্রয় লইও না। এরূপ করিলে পাঠও লেখা হইবে, অথচ পত্রও নীরস হইবে না।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে।

পত্র লিখিবার ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার মতে প্রধানতঃ ৩টী বিভাগ করা যায়।

(১) গুরুব্যক্তি

(২) সমব্যক্তি

(৩) কনিষ্ঠ ব্যক্তি।

সমস্ত গুরুব্যক্তিকেই ইচ্ছা করিলে একই রূপ পাঠে লেখা যাইতে পারে। শিরোনামের ১ম পাঠে, 'পরমপূজনীয়' বা 'পরমপূজনীয়া' এবং শিরোনামের ২য় ও গর্ভের প্রথম পাঠে "শ্রীশ্রীচরণেষু—"এবং গর্ভের ২য় পাঠে "সেবিকা" এইরূপ লিখিলে কোন গুরুব্যক্তিই ক্রুটি ধরিতে পারেন না।

প্রত্যেক কনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও এরূপ ভাবে শিরো-নামের প্রথম পাঠে "কল্যাণীয়" বা "পরম

কল্যাণীয়া”, শিরোনামের দ্বিতীয় পাঠে ও গর্ভের প্রথম পাঠে “কল্যাণীয়েষু” বা “কল্যাণীয়াসু” এবং গর্ভের শেষ পাঠে “আশীর্ব্বাদক” এই পাঠগুলি লেখা চলে।

সমব্যক্তিদিগকে সব সময় ঠিক একই পাঠে সম্বোধন করিতে না পারিলেও, দু’টী কি তিনটী পাঠের বেশী তাঁহাদের নিকটে চিঠিপত্র লিখিবার কালেও দরকার হয় না।

এমতাবস্থায় এই কয়টী প্রধান প্রধান পাঠের আশ্রয় লইলেই যে আমাদের কুললক্ষ্মীগণ অতি সহজে ও সুন্দররূপে যথায় তথায় সর্ব্বদা চিঠিপত্র লিখিতে পারেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে বাহুল্য পাঠের অনুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া ফল কি? তবে যাহাতে দুই-একটী গুরুতর স্থলে তাঁহারা বিব্রত হইয়া না পরেন, সেজন্য আমরা নিম্নে এ বিষয়ের একটী নাতিবিস্তৃত সরল বিবরণী দিতেছি। পাঠিকাগণ পত্র লিখিবার কালে ইহার মধ্য হইতে আবশ্যকানুযায়ী পাঠ বাহির করিয়া লইবেন এবং যথারীতি প্রয়োগ করিবেন।

গুরুব্যক্তির নিকট লিখিবার পাঠ।

প্রায় সকল গুরুব্যক্তির নিকটেই, কি শিরোনামে, কি গর্ভে, একই পাঠ লেখা যাইতে পারে। যথা—

	পুরুষকে	স্ত্রীলোককে
শিরোনামের প্রথম পাঠ—	পরম পূজনীয়	পরম পূজনীয়া
ঐ ২য় পাঠ—	শ্রীশ্রীচরণকমলেষু	শ্রীশ্রীচরণকমলেষু
গর্ভের প্রথম পাঠ—	ঐ	ঐ
ঐ ২য় পাঠ...	সেবিকা	সেবিকা
নামের পূর্ব্বের বিশেষণ...	শ্রীযুক্ত	শ্রীযুক্তা

পিতা, জ্যেঠা, খুড়া, পিতামহ, মাতামহ, শ্বশুর, দাদাশ্বশুর, মামা, পিসা, মেসো, জ্যেষ্ঠভাই, জ্যেষ্ঠাভগিনীপতি প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়দিগকে; এবং মাতা, জ্যেঠী, খুড়ী, পিতামহী, মাতামহী, শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, পিসি, মাসী, মামী, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি আত্মীয়াবর্গকে এই এক প্রকার পাঠে সর্ব্বদাই চিঠি লেখা যায়।

এই পাঠগুলির পরিবর্ত্তে কেহ কেহ এই শ্রেণীরই দু'একটা নূতন পাঠেরও ব্যবহার করেন—কিন্তু উহাদের সঙ্গে ইহাদের মূলতঃ বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই।

'পরমপূজনীয়' না লিখিয়া কেহ কেহ 'পরম ভক্তিভাজন', 'পরমারাধ্যতম' বা 'পরমশ্রদ্ধাস্পদ' প্রভৃতি পাঠ লিখিয়া থাকেন। 'শ্রীচরণকমলেষু' না লিখিয়া কেহ কেহ লিখেন,—"শ্রীচরণসরোজেষু" বা "শ্রীচরণাম্বুজেষু"। গর্ভের প্রথমে "অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক পাদপদ্মে নিবেদন এই"—এইরূপও কেহ কেহ লেখেন।

'সেবিকা' স্থলে, 'চরণাশ্রিতা', 'আপনার স্নেহের' ও 'প্রণতা' প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সকলেরই অর্থ এক! একমাত্র 'পরমপূজনীয়', 'শ্রীচরণেষু' বা 'শ্রীশ্রীচরণকমলেষু' এবং 'সেবিকা' লিখিলেই সর্ব্বত্র কাজ চলিতে পারে। তবে যাঁহারা অপর পাঠগুলিও শুদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারা বিভিন্নরূপ লিখিতে পারেন। তাহাতে অভিনবত্ব এবং

স্থলবিশেষে পত্রের একটু জোর হয়। বিভিন্নরূপ না লিখিতে পারিলে, ঐ সাধারণরূপ লিখিলে কোনও ক্ষতিরই কারণ নাই। 'পরমপূজনীয়,' 'শ্রীশ্রীচরণকমলেষু' বা 'শ্রীচরণেষু' এবং 'সেবিকা' সকলের পক্ষেই যথেষ্ট !

গুরুব্যক্তিদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এমন আছেন, যাঁহারা মান্যের পাত্র বটেন, কিন্তু ঠিক প্রণম্য নহেন। যথা—নীচজাতীয়, স্কুলের মাষ্টার, পত্রিকার সম্পাদক ও অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্পর্কহীন বড় ও বিদ্বান লোক ; সম্পর্কহীন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী প্রভৃতি !

ইঁহাদিগের নিকটে পত্র লিখিবার বেলায় শিরোনামের প্রথম পাঠে 'মান্যবর' বা 'পরম-শ্রদ্ধাস্পদ' এবং দ্বিতীয় পাঠে 'মান্যবরেষু' বা 'পরম-শ্রদ্ধাস্পদেষু' লেখা যায়।

গর্ভে, ১ম পাঠে 'মান্যবরেষু' বা 'পরমশ্রদ্ধা-স্পদেষু' ; এবং ২য় পাঠে—'বিনীত' লিখিতে হয়।

স্ত্রীলোদিগের বেলায় 'মান্যবর' স্থানে 'মাননীয়া' ; 'পরমশ্রদ্ধাস্পদ' স্থানে 'পরমশ্রদ্ধাস্পদা' "মান্য-

বরেষু” স্থানে “মান্যবরাসু” “পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু” স্থানে “পরম শ্রদ্ধাস্পদাসু” ইত্যাদিরূপ হইবে।

যাঁহারা প্রায় সমশ্রেণীর, তবে একটু জ্যৈষ্ঠত্বও দাবী করিতে পারেন বটে, অর্থাৎ সমবয়স্কা ভগিনীর পতি, সমবয়স্ক বা জ্যৈষ্ঠ ননদপতি বা সখীর স্বামী প্রভৃতির ন্যায় আত্মীয়কে শিরোনামের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে ক্রমে ‘প্রীতিভাজন’ এবং ‘প্রীতিভাজনেষু’ এবং গর্ভের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে ক্রমে “সবিনয় নিবেদন এই” এবং ‘নিবেদিকা’ এইরূপ লিখিতে হয়।

আদর্শ পত্রাবলীতে এই পাঠগুলির ব্যবহার-প্রণালী আরও ভালরূপ লক্ষ্য করুন।

কনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ

গুরুব্যক্তিদিগের ন্যায় কনিষ্ঠদিগের নিকটে লিখিবারও একটা সাধারণ পাঠ আছে। তাহা এইরূপ ;—

শিরোনাম

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্‌————————

নিরাপৎ দীর্ঘজীবেষু

ঠিকানা———

গর্ভ

ঠিকানা ও তারিখ

(১ম পাঠ) কল্যাণীয়েষু

সংবাদ

(২য় পাঠ) আশীর্ব্বাদিকা

স্ত্রীলোকদিগের নিকটে পত্র লিখিবার বেলা "পরমকল্যাণীয়" স্থলে "পরমকল্যাণীয়া", "শ্রীমান্" স্থলে "শ্রীমতী"; এবং "কল্যাণীয়েষু" বা "পরমকল্যাণীয়েষু" স্থলে "কল্যাণীয়াসু" বা "পরম কল্যাণীয়াসু" লিখিতে হয়।

পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাসুর-পুত্র, দেবরপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাসুরপুত্রী, দেবরপুত্রী, কনিষ্ঠ ভাই-ভগ্নী, কনিষ্ঠভাতৃবধূ, কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি, ভগ্নীপুত্র, ভগ্নীপুত্রী, পুত্রবধূ, জামাতা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি সমস্ত কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় আত্মীয়-দিগকেই এই পাঠে লেখা যায়।

তবে সমার্থবোধক অপর কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন পাঠও আছে বটে। বিশেষত্ব দর্শাইবার জন্য অনেকে কাহারও কাহারও নিকটে মধ্যে মধ্যে ওরূপ ২।১টা বিশেষ পাঠের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উাহাদিগকে ব্যবহার করিতেই হইবে—এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আমরা উপরে যে সাধারণ পাঠ দিলাম, তাহা সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। কেহ এতদতিরিক্ত কোনও বিশেষ পাঠ লিখিতে পারেন, ভাল, না পারেন, ক্ষতি নাই—ঐরূপ লিখিলেই চলিবে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, কোনও উদ্ভট, দুরূহ বিশেষ-পাঠের আমরা মোটেই পক্ষপাতি নই। বিশেষ পাঠ নির্ব্বাচন করিবার সময়ে

বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে সে পাঠ সরল ও সহজ-বোধ্য হয় এবং উচ্চারিত হইবার কালে জিহ্বা ও কর্ণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তোলে !

কনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকটে লেখা যায়, এমন কতকগুলি বিশেষ-পাঠের নিম্নে উল্লেখ করা গেল। পাঠিকাগণ আবশ্যক মতে উহাদিগের ভিতর হইতে অভিপ্রায়ানুযায়ী পাঠ নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন।

শিরোনামের ১ম পাঠে "পরমকল্যাণীয়" বা "পরমকল্যাণীয়া"র পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাঠগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে !

পুরুষের নিকটে,	স্ত্রীলোকের নিকটে,
পরমস্নেহাস্পদ	পরমস্নেহাস্পদা
পরমকল্যাণভাজন	পরমকল্যাণভাজনা
পরমস্নেহভাজন	পরমস্নেহভাজনা
আশীর্ব্বাদভাজন	আশীর্ব্বাদভাজনা
মঙ্গলভাজন,	মঙ্গলভাজনা
পরমকল্যাণাস্পদ	পরমকল্যাণাস্পদা—
ইত্যাদি	ইত্যাদি

শিরোনামের শেষ পাঠ এবং গর্ভের ১ম পাঠ প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। শিরোনামের পূর্ব্বোক্ত প্রথমপাঠগুলিকে 'সপ্তম্যন্ত' * করিয়া ঐ দুই স্থলে ব্যবহার করা যায়। উহাদিগকে 'সপ্তম্যন্ত' করিতে হইলে, পুরুষের বেলায় 'আস্পদ' ও 'ভাজন' ভাগান্ত শব্দগুলিকে 'আস্পদেষু' এবং 'ভাজনেষু' এবং স্ত্রীলোকদিগের বেলায় 'আস্পদা' এবং 'ভাজনা' এই ভাগান্ত শব্দ-গুলিকে 'আস্পদাসু, এবং'ভাজনাসু' এইরূপ করিতে হইবে। যথা—

পুরুষদিগকে	স্ত্রীলোকদিগকে
পরমস্নেহাস্পদেষু	পরমস্নেহাস্পদাসু
পরমকল্যাণভাজনেষু	পরমকল্যাণভাজনাসু
ইত্যাদি	ইত্যাদি

'গর্ভে'র শেষ পাঠটী নিম্নলিখিতরূপে বিভিন্নভাবে লেখা যায় ;—"আশীর্ব্বাদিকা", "শুভাকাঙ্ক্ষিণী",

---

* সপ্তম্যন্ত (সপ্তমী-অন্ত) অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী সপ্তমীর বহুবচন বিভক্তিযোগে ঐ-ঐ শব্দের যে যে রূপ হয়, সেই সেই রূপে পরিবর্ত্তন করিয়া।

"পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী," "শুভাশীর্ব্বাদিকা," "নিত্যাশীর্ব্বাদিকা,"—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

কোনওরূপ পাঠ না লিখিয়া গর্ভের প্রথমে 'স্নেহের অমুক,' বা 'প্রিয় অমুক' প্রভৃতি রূপে নাম বা সম্পর্ক ধরিয়া সম্বোধন করিবার রীতি আছে। আমাদের মতে এটা খুব সহজ পন্থা। বাহুল্য পাঠের অবতারণা না করিয়া গর্ভের প্রথমে এইরূপ 'স্নেহের ভাই' বা 'স্নেহের খোকা' এবং গর্ভের শেষে 'তোমার দিদি অমুক' বা 'তোমার মাতা' এইরূপ ভাবে 'তোমার' শব্দের পরে সম্পর্ক ও নামের বা শুধু সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া দিলে মন্দ হয় না।

সম-সম্পর্কীয় ব্যক্তির নিকট লিখিবার পাঠ।

বৈবাহিক বা বৈবাহিকা*, বয়স্যা, সহপাঠিনী, ননদ-পতি, সখী, সখীর বা সহপাঠিনীদিগের স্বামী

---

* পুত্র বা কন্যার শ্বশুর-শাশুড়ী, ভগ্নীপতির ভাই বা ভগ্নী, ভগ্নীর দেবর বা ননদ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকদিগের সম-সম্পর্কীয় বলিয়া গণ্য। তাঁহাদিগের নিকটে পত্র লিখিতে দুই-তিনটী বিভিন্ন পাঠের ব্যবহার হইয়া থাকে।

বৈবাহিক বা বৈবাহিকা সম-সম্পর্কীয় হইলেও, তাঁহাদের সঙ্গে পত্র-লেখিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা প্রায় থাকে না। এজন্য নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় উহাঁদের নিকটে পত্র না লিখিয়া, কিঞ্চিৎ সম্মান ও মান্য-মানতা দেখাইয়া লিখিতে হয়। ননদ-পতি বা ভগিনীপতিদিগের নিকটেও এজন্য কখনও কখনও ঐরূপ ভাবেই লিখিতে হয়।

এই সকল ব্যক্তির নিকটে 'শিরোনামে' লিখিতে হয়;—

(১ম পাঠ) মদেকসদয় বা মদনুগ্রাহক

(২য় পাঠ) মদকসদয়েষু বা মদনুগ্রাহকেষু

ও

'গর্ভে' লিখিতে হয়—

(১ম পাঠ) সবিনয় নিবেদনমেতৎ

বা

মদেকসদয়েষু

বা

মদনুগ্রাহকেষু

(শেষ পাঠ) বিনীতা

বা

অনুগতা

বা

নিবেদিকা

যেস্থলে, বৈবাহিক, বৈবাহিকা, ননদপতি বা কনিষ্ঠা-ভগিনী-পতির সহিত একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত-রূপ লেখা যায়।

শিরোনাম—

(১ম পাঠ) প্রীতিভাজন বা আত্মীয়বর

(২য় পাঠ) সদন্তঃকরণেষু

গর্ভ—

(১ম পাঠ) প্রিয় ভাই, বা প্রিয়-ভগ্নি

অথবা আত্মীয়বরেষু বা আত্মীয়বরাসু—

(২য় পাঠ) শুভাকাঙ্ক্ষিণী

যে স্থলে স্ত্রীলোকের নিকট পত্র লিখিতে হইবে,

তথায় প্রয়োজন মতে এই পাঠগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

যথা—

মদেকসদয় স্থানে মদেকসদয়া,

মদেকসদয়েষু " মদেকসদয়াসু

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ননদপতি, কনিষ্ঠা-ভগিনীপতি, বা অপর সমবয়স্কা সখীদিগের স্বামীদের নিকটে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঠে পত্র লিখিত হয়।

শিরোনাম—

(১ম পাঠ) প্রীতিভাজন বা আত্মীয়বর

(২য় পাঠ) আত্মীয়বরেষু—

গর্ভ—

(১ম পাঠ) আত্মীয়বরেষু—

(২য় পাঠ) চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণী

সখী, সমবয়স্কা সহচরী, বা সহপাঠিনীদিগের নিকটে পত্র লিখিতে হইলে শিরোনামের প্রথম পাঠে নিম্নলিখিত পাঠগুলির যে কোন একটী ব্যবহার করা যায়—

(১) অভিন্নহৃদয়া
(২) প্রীতিভাজনা
(৩) স্নেহপ্রতিমা
(৪) স্নেহাস্পদা

শিরোনামের দ্বিতীয় পাঠে নিম্নলিখিত পাঠগুলি লেখা যায়,—

(১) অভিন্নহৃদয়াসু
(২) স্নেহাস্পদাসু
(৩) প্রীতিভাজনাসু

"গর্ভে"র প্রথম পাঠে কোনও নির্দ্দিষ্ট পাঠ না লিখিয়া শুধু "স্নেহের ভাই" বা "স্নেহের অমুক" বলিয়া সম্বোধন করা যায়। পাঠ লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত পাঠগুলির যে কোন একটী ব্যবহার করা যায়।

(১) অভিন্নহৃদয়াসু
(২) প্রীতিভাজনাসু
(৩) স্নেহাস্পদাসু
(৪) চিরস্নেহাস্পদাসু প্রভৃতি প্রভৃতি।

'গর্ভে'র শেষ পাঠে "তোমার অমুক" বা

"স্নেহের অমুক" বা "তোমার ভালবাসার" বা শুধু "তোমারই" লিখিলে চলে। পাঠ লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত পাঠগুলি হইতে যে কোন একটী মনোনীত করিয়া লইতে হয়।

(১) স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী
(২) প্রীতি-ভিখারিণী
(৩) চিরানুগতা

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুরু, কনিষ্ঠ এবং সমসম্পর্কীয়দের নিকটে কি কি পাঠ লিখিতে হয়, তাহার বিবরণ একরূপ লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু নবীনা রমণীদিগের অর্দ্ধেক পত্র যথায় যায়, তথাকার পত্রালাপের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। বলা বাহুল্য যে রমণীদিগের নিকটে দাম্পত্য-প্রণয়-লিপির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর। স্বামীর নিকটে সুন্দর ও মনোরম ভাবে চিঠিপত্র লিখিতে ললনাগণ যতটা ব্যাকুল, ততটা আর অন্য কোথাও লিখিবার জন্য নয়। এজন্য "স্বামীর নিকট পত্র" নামে আমরা সম্পূর্ণ একটী স্বতন্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত

অধ্যায় এ গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বাস্তবিক, দাম্পত্য-পত্রাবলীর উপর গুরুত্ব স্থাপন করিবার বিশেষ কারণও রহিয়াছে। রমণীদিগের ইষ্টানিষ্ট এই সকল পত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিব। এখানে শুধু স্বামীর নিকট পত্র লিখিবার পাঠনির্ব্বাচন সম্বন্ধে দু'একটী কথা লিখিয়া বক্তব্য শেষ করি।

অপরাপর গুরু ব্যক্তিকে যে পাঠে পত্র লেখা যায়, স্বামীর নিকটেও সেই পাঠ চলে। শিরোনামে "পরমপূজনীয়" এবং "শ্রীশ্রীচরণেষু" এবং গর্ভে "শ্রীশ্রীচরণেষু" এবং "সেবিকা" লিখিলেই চলে। কিন্তু তথাপি এই পাঠ সর্ব্বদা কেহ বড় লেখেন না। স্বামী স্ত্রীলোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র হইলেও তাঁহার সহিত তাঁহার এতটা ঘনিষ্ঠ ভালবাসা যে স্বভাবতঃই তাঁহাকে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বোধন করিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। এজন্য শিরোনামে "পরমপূজনীয়" এবং "শ্রীশ্রীচরণেষু" পাঠ বজায় রাখিলেও "গর্ভে"

রমণীরা নানারূপ প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গর্ব্ভে সুরুচিসঙ্গতরূপ যে সব পাঠের ব্যবহার চলে, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলির নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

গর্ভের ১ম পাঠ

(১) প্রিয়তম,
(২) হৃদয়সর্ব্বস্ব,
(৩) প্রাণময়,
ইত্যাদি।

গর্ভের ২য় পাঠ

(১) সেবিকা,
(২) চিরাশ্রিতা,
(৩) তোমার স্নেহের,
(৪) তোমার ভালবাসার,
(৫) চরণাশ্রিতা,
(৬) চিরদাসী,
(৭) প্রণতা,
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত, স্বামীর নিকটে পত্র লিখিবার কালে রমণীগণ আরও অসংখ্য অভিনব পাঠের ব্যবহার

করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধভাবে অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যা-তা-ই ব্যবহার করা উপযুক্ত নহে। তাহাদের মধ্য হইতে কিরূপে কিপ্রকার পাঠ বাছিয়া লইতে হইবে, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল।

পত্র লিখিবার ভাব, ভাষা ও রচনা-ভঙ্গী।

পত্র লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য দূর হইতে ভাব ও সংবাদ বিনিময় করা। যখন মানুষ পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকে, তখন বাক্যালাপ দ্বারা ভাব কিম্বা সংবাদ বিনিময় করিতে পারে না— তখন পত্রই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। অবশ্য দূতমুখে বা আজকালের নূতন প্রবর্ত্তিত টেলিগ্রাফের সাহায্যেও সংবাদের বিনিময় হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে দুইটী অতি বৃহৎ অন্তরায়। প্রথমতঃ উহারা বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ; দ্বিতীয়তঃ কোন গোপনীয় সংবাদ তাহাদের দ্বারা প্রেরণ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব! যাঁহারা সেই সংবাদের আদান-প্রদানের কর্ত্তা, তাঁহারা বিষয়টী জানিবেই! এবং জানিলে যে উহাকে যথোচিত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে, এমত স্থিরতা নাই। এমতাবস্থায় প্রবাস-

অবস্থান কালে পত্রকেই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সংবাদবাহক বলিতে হইবে।

এখন, সংবাদ এবং ভাব বহনই যদি পত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে সংবাদ ও ভাব যত সরলভাবে প্রকাশিত হয়, পত্রের উদ্দেশ্যও ততই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং পত্রের ভাষা এবং রচনাভঙ্গী নিতান্তই সহজবোধ্য হওয়া উচিত। কেহ কেহ পত্র লিখিতে বসিয়া "মেঘনাদ-বধ" লিখিতে বসেন—কাহার সাধ্য সে জটিল রচনার মধ্যে দন্ত-স্ফুট করে! সেরূপ পত্র একেবারেই ব্যর্থ! রচনায় বিশেষ পরিপাট্য এবং চাতুর্য্য থাকিলেও সে পত্রে কাহারও কিছু লাভ হয় না। আমি যে ভাবটী অথবা সংবাদটী তোমার নিকট প্রেরণ করিতে চাহিতেছি, সেটী যদি তোমার বোধগম্যই না হইল, তবে সে পত্র লেখার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং পত্রলিখন উত্তম করিতে হইলে, পত্রের ভাষা ও রচনাভঙ্গীকে সরল ও যথাসম্ভব সহজবোধ্য করা চাই। যাঁহারা লিখিতে জানেন, তাঁহারা সহজ ভাষা এবং রচনাভঙ্গী লইয়াও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ

বা পত্র গড়িতে পারেন। বাস্তবিক ভাল পত্রলেখা শিক্ষা করিতে হইলে, সহজ ভাষার সহিত উৎকৃষ্ট রচনাভঙ্গীর সংযোগ-কৌশল শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। পত্রের ভাষা যদি সহজ অথচ চিত্তা-কর্ষক হয়, তবেই উহা অতি সহজে ভাব ব্যক্ত করিতে পারে ; এবং ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয়।

এই সম্পর্কে আর একটা বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাষা কেবল সহজ এবং চিত্তাকর্ষক হইলেই চলিবে না, অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও উহার প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই।

সহজ ভাষায় নিতান্ত চিত্তাকর্ষক ভাবে লিখি-য়াও যদি কেহ অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করিতে না পারেন, তবে সে লেখার কোনও মূল্য নাই। চিঠিতে সকল তথ্য লিখিবার কেহ সুযোগ পান না ; স্থানাভাবে অনেক কথাই চাপিয়া যাইতে হয়। এ অবস্থায়, যত সংক্ষেপে অধিক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল। বিষয়টী স্পষ্ট

করিবার জন্য নিম্নে দুইটী পত্রের নমুনা দেওয়া গেল। বুদ্ধিমতী পাঠিকামাত্রেই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

(১)

প্রিয়সখি,

আজ অনেকদিন যাবৎ তোমার পত্র পাই না। কেন যে তুমি এতদিন যাবৎ আমাদের নিকটে পত্র লেখ না, তাহা ভাবিয়া পাই না। তোমার খবর না পাইয়া মধ্যে মধ্যে মনে হয়, তোমার-বা কোনও-রূপ অসুখ হইয়াছে। তুমি অবশ্য অবশ্য পত্র পাঠ উত্তরদানে সকল চিন্তা দূর করিবা।

এদিকে আমাদেরও অবস্থা বড় ভাল না। খোকার জ্বর হইয়াছে, মা বাতরোগে শয্যাগত। আমারও শরীর পূর্ব্ববৎ, এখনও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমারই—চারু।”

(২)

"সই,

এতদিন সংবাদ পাইতেছি না কেন? কোন অসুখ করে নাই তো? পত্রপাঠ মঙ্গল লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবা।

এদিকের অবস্থা শোচনীয়। খোকা জ্বরে এবং মা বাতরোগে ভুগিতেছেন। আমার শরীরও পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বল। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা।

তোমারই চারু।"

উপরোক্ত উদাহরণ দুইটী হইতে দেখা যাইবে যে, সংক্ষেপ-করার অনুরোধে আমরা অনেক স্থলেই অনেক কথা উহ্য রাখিয়া দিয়াছি। "এতদিন সংবাদ পাইতেছি না কেন?" এই কথাটীর মধ্যে "তোমার" এই শব্দটী উহ্য রহিয়া গিয়াছে। কথাটী "এতদিন তোমার সংবাদ পাইতেছি না কেন?" হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ, সংক্ষেপ-করার অনুরোধে, পত্রে প্রায়ই বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিতে হয়। বিশুদ্ধ রচনায় এইটী আপত্তিজনক হইলেও,

পত্রে উহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়। কেবল মার্জ্জনীয় নয়—উহাকে প্রশ্রয় দিতেই হইবে, নতুবা পত্রলিখন ভাল হইবে না। পর-অধ্যায়ে-প্রদত্ত আদর্শ-পত্রাবলীর মধ্যে এই বিষয়টী ভালরূপ লক্ষ্য করুন।

পত্রের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আরও দু'একটী কথা বক্তব্য আছে। পুরাকালে যেমন পত্রে অযথা দুরূহ ভাষা বা পাঠ ব্যবহারের প্রথা ছিল, আজকাল তাহা নাই বটে, কিন্তু এখনও অনেকের পত্রের ভিতরে অনেক অযথা আড়ম্বর দেখা যায়। বয়স্যা, সখী বা স্বামী প্রভৃতি একান্ত প্রিয়পাত্রী বা পাত্রদের নিকট পত্র লিখিবার বেলা এই আড়ম্বর-গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কেহ বা পত্র লিখিতে বসিয়া নভেল-নাটক আরম্ভ করিয়া দেন, কেহ বা ছড়ার পর ছড়া কবিতা লেখেন, কেহ বা "বীরাঙ্গনা" কাব্যের নায়িকা হইয়া দাঁড়ান! এগুলি ভাল নহে। সহজ, সরল, এবং অনাড়ম্বর ভাষায় ও পাঠে লোকের মনের উঁপর যতটুকু আধিপত্য স্থাপিত হয়, নভেলি ভাষায় বা পদ্যে ততটা হয় না। বুদ্ধিমান্

পাঠক এইরূপ নভেলি ভাষা বা কবিতার ছড়া-ছড়ি দেখিলেই বুঝিতে পারেন—এগুলি কৃত্রিম !—লেখিকার মানসিক ভাবের সঙ্গে সেগুলির খুব বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁহার চিত্তে উহাদের প্রভাব খুব কমই বিস্তৃত হয়। কিন্তু কেহ যদি নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে, সহজ কথায় নিজের মনের ভাবগুলি বিবৃত করিয়া যায়, তবে তাঁহার কথাগুলিকে কেহ উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। তাঁহার পত্র কখনই ব্যর্থ হয় না। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ উভয়বিধ পত্রেরই দুই-তিনটী আদর্শ দেওয়া গেল।

(১)

স্ত্রী স্বামীকে লিখিতেছেন,—

"প্রাণেশ্বর, বহুদিন পরে তোমার প্রিয়-সম্ভাষণপূর্ণ একখানা লিপি পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা কি বলিব। মানস-সরোবরের বিস্তৃত বক্ষ যদি মসীপূর্ণ হইত, তমালের বিশাল দণ্ডকে যদি মুদ্রায় পরিণত করিতে পারিতাম, এই মসীমুদ্রা লইয়া যদি বিস্তীর্ণ আকাশপটে

বৎসরাধিক কাল ব্যাপিয়া লিখিতে পারিতাম, তবুও এ আনন্দের আভাষ তোমায় জানাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ!"

(১)

অন্য একটী ভামিনী ভর্ত্তাকে কবিতায় লিখিতেছেন,—

"প্রিয়তম,

স্মরণ কি আছে তব
সেই বিচ্ছেদের কাল!—
যবে তুমি গেলে চলে
ফিরায়ে বয়ান,
প্রবাসে কার্য্যের আসে;
গৃহকোণে আমি
পড়িনু লুটায়ে—
অশ্রুজলে সিক্তবক্ষ,—
আঁধার-হৃদয়?
সেইদিন, সেইদিন হ'তে—

গিয়াছে হৃদয় হ'তে
সকল বাসনা,
পড়ে' আছি অন্ধকারে
শুষ্ক লতা প্রায় !
স্মরণ কি আছে তব
সেই দিন ?
সেই দিন গেলে তুমি চলে,
দাসী তব কাঁদিল বিচ্ছেদে,
অসহ্য বিরহ-অগ্নি
অঙ্গে তার
দিল 'ফোস্‌কা'র ছাপ !
সহিতে না পারি,
গেল দাসী পুকুরের ধারে,
কলসের মাঝে,
লুকাইয়ে দড়ি এক গাছা !—
ধীরে ধীরে নামিল জলেতে !
বাঁধিল সে দড়িখানি
কোমল গলায় !
কলসে ভরিল বারি ।

দিবে ডুব—হেনকালে
আচম্বিতে
চক্ষুর সম্মুখে
ভাসিয়া উঠিল এক
অদ্ভুত আলেখ্য !—
সুধাময় ছবি তব !
নারিল ডুবিতে অভাগী,
ফিরে এল ঘরে।
তাই আজি লিপি তার
সম্ভাষিছে তোমা !
নতুবা পেতে না আর
সাড়াশব্দ তার—
এ জগতে কভু !”

এই সকল আড়ম্বরপূর্ণ পত্রগুলির পরে এক খানি সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক পত্রের নমুনা পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। উপরোক্ত দুই-খানি পত্র অপেক্ষা ইহার চিত্তাকর্ষণী শক্তি যে কিছুমাত্র কম নয়, তাহা সকলেই প্রায় বুঝিতে পারিবেন।

(৩)

"প্রিয়তম,

রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া আছি দেখিয়া গিয়াছ। এ রুগ্ন-শয্যায় থাকিয়াও তোমার সংবাদলাভের জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। জীবিকা-অন্বেষণে তুমি প্রবাসে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছ, তোমার একটু স্থবিধা হইয়াছে, একথা জানিয়া যদি মরিতে পারিতাম, তবুও অনেকটা শান্তি পাইতাম।

তোমাকে এ অবস্থায় চিন্তিত করা উচিত নয়, অথচ না লিখিলেও নয়, তাই লিখিতেছি;—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে! এ নিবন্ত প্রদীপ আর জ্বলিয়া উঠিবার কোন আশাই নাই। এ অবস্থায় তোমায় দেখিতে বড়ই সাধ হয়। কি করিব? তোমার অদৃষ্টে সুখশান্তি নাই! যদি বিশেষ অসম্ভব না হয়, অভাগিনীকে একবার শেষ দেখা দিও। এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাইতে পারিলেও জীবনটাকে ধন্য মনে করিব। একবার আসিতে চেষ্টা করিও। ইতি"

পরিশেষে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আর একটী মাত্র বক্তব্য বলিয়া আমরা এ অধ্যায়ের শেষ করিব।

পত্রের ভাষা চলিতভাষা হওয়া উচিত, কি লিখিত ভাষা হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। আজকাল দেখা যায়, অনেকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পত্র লেখেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় পত্র প্রায় লিখিত হয় না; কারণ পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষার লিখিতভাষারূপে কখনও ব্যবহার নাই। এ অবস্থায়, চলিত-ভাষায় পত্র লিখিতে গেলে একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গের ভাষাকেই আশ্রয় করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসিনী মহিলাকুলের বড়ই অসুবিধা। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারেন না; আয়ত্ত করিতে না পারায়, যথেচ্ছভাবে পত্রে মনোগত ভাব লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের এ পথে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পশ্চিম-বঙ্গের মহিলাগণের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যখন পশ্চিম-বঙ্গের মহিলাকুলের নিকটে চিঠি লিখিবেন, তখন নিজ-নিজ

চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাতে লেখিকা বা পত্রগ্রাহিকা কাহারও কিছু অসুবিধা ঘটিবে না। কিন্তু যখন পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীদের নিকটে পত্র লিখিবেন, তখন যেন পুস্তকের ভাষায়ই লেখেন। কারণ তাঁহাদের সকল কথা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের নিকটে বোধগম্য না-ও হইতে পারে।

চলিত ভাষায় পত্র লিখিলে পত্র যে অধিকতর স্বাভাবিক, সুখপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু তথাপি পত্রের সার্থকতার অনুরোধে উপরোক্ত নিয়মটাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

আদর্শ-পত্রাবলী

নানারূপ ব্যক্তির নিকটে নানারূপ অবস্থায় যে কত প্রকার চিঠি লেখা যায়—তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং কোন পুস্তকেই সকল প্রকার লিপির বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সেরূপ চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে, চিঠির ভাষা, ভাব ও রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সকলের সাহায্যে অবস্থাভেদে সকলেই স্ব-স্ব বক্তব্য চিঠিতে লিখিতে পারিবেন। সেই লিখিত বক্তব্যগুলি পাত্রাপাত্রভেদে কি প্রকারে লিপিজাত করিতে হয়, তাহার মোটামুটি-রকম একটা আভাষ দেওয়াই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। পাঠিকাঠাকুরাণীগণ পূর্ব্বপরিচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত উপদেশাবলী স্মরণ রাখিয়া এই অধ্যায়ের লিপিগুলি ভালরূপ লক্ষ্য করিবেন। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই, এমন দু'একটী নূতন পাঠ এবং রচনাপ্রণালীও এই পত্রগুলির মাঝে-মাঝে লক্ষিত হইবে। বলা বাহুল্য

যে, এগুলি অনুসরণ করা না করা পত্রলেখিকার অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। গুরুব্যক্তি, কনিষ্ঠ ব্যক্তি, এবং সমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের নিকটে লিখিবার মত আমরা যে তিন শ্রেণীর সাধারণ পাঠ দিয়াছি, সেগুলি ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে; তবে যাঁহারা একটু নূতনত্বের প্রয়াসী, তাঁহারা এই সকল নূতনপাঠ ও রচনাভঙ্গীও ব্যবহার করিতে পারেন।

বর্ণনায় বিষয়টী সরল এবং সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এস্থলে পত্রলিখিবার পাত্রদিগকে স্তর হিসাবে কয়েকটী বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি; এবং এক-একটী করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট লিখিবার মত পত্রের আদর্শ না দিয়া, তাহারা যে শ্রেণীর অন্তর্গত, শুধু সেই শ্রেণীর লোককে কিরূপ ভাবে চিঠি লিখিতে হয়, তাহারই মোটামুটি পরিচয় দিয়াছি। ইহাতে বিষয়টী সংক্ষিপ্ত এবং সরল উভয়ই হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে, প্রত্যেকের নিকট লিখিবার মত, আদর্শ-পত্রাবলী দেওয়া অসম্ভব। তবে, যাহাতে বিষয়টী, আবশ্যক স্থলে অযথারূপে সংক্ষিপ্ত

হইয়া না পড়ে, যে জন্যে, প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে একটু বিস্তৃত করিয়াছি। পিতা, মাতা, সহোদর, সহোদরা, ভ্রাতৃবধূ, সখী, সমবয়স্কা ও সহপাঠিনীদিগের নিকটে স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক চিঠিপত্র লেখেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট লিখিবার চিঠির আদর্শ অপেক্ষাকৃত অধিক দেওয়া গিয়াছে।

বিবাহিতা ললনাদের চিঠি লিখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র স্বামী! বাস্তবিক স্বামিস্ত্রীতে যত পত্রালাপ হয়, তত আর অপর কাহারও ভিতরে হয় না। সে জন্য, স্বামীর নিকট লিখিত পত্রাবলীকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্গত করিয়াছি। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা এই সকল আদর্শ চিঠিতে শিরো নামের কোনও আদর্শ দেই নাই। বাস্তবিক শিরোনাম সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তৎপরে আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়।

আমরা এইস্থলে পত্র লিখিবার পাত্রদের মধ্যে যে স্তর বিভাগ করিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ সম্পর্কভেদে।

গুরু এবং কনিষ্ঠসম্পর্কীয়দের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী স্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

গুরুব্যক্তিদের মধ্যে—

(১) সম

(২) শ্রেষ্ঠ

(৩) অতি শ্রেষ্ঠ

কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে—

(১) সম

(২) অধঃ

(৩) অতি-অধঃ

জ্যেষ্ঠ ভাই, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতি, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ, ভাসুরপত্নী ও জ্যেষ্ঠাননদপতি প্রভৃতি আত্মীয়গণ সমস্তরের গুরুব্যক্তি।

তদ্রূপ, কনিষ্ঠ ভাই, কনিষ্ঠা ভগ্নী, কনিষ্ঠা-ভগিনীপতি, কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ, দেবর, দেবরপত্নী ও ননদগণ সমস্তরের কনিষ্ঠ ব্যক্তি।

ইহাদের একপুরুষ উপরে বা নীচে যে সকল আত্মীয় ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাই ক্রমে "শ্রেষ্ঠ গুরু-ব্যক্তি" ও "অধঃ কনিষ্ঠবক্তি" বাচ্য। যথা—

শ্রেষ্ঠ বা দ্বিতীয়স্তরের গুরুব্যক্তিগণ

পিতা, মাতা, জ্যেঠা, খুড়া, পিসে, মেসো, মামা, জ্যেঠী, খুড়ী, পিসি, মাসী, মামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ইত্যাদি।

অধঃ বা দ্বিতীয়স্তরের কনিষ্ঠব্যক্তিগণ

পুত্র, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভাসুরপুত্র, ভাসুরপুত্রী, দেবরপুত্র, দেবরকন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা প্রভৃতি।

আবার এই সকল দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়-দিগেরও এক পুরুষ উপরে বা নীচে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই ক্রমে তৃতীয় স্তরের গুরু এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তি। অর্থাৎ "অতিশ্রেষ্ঠ গুরুব্যক্তি" ও "অতি অধঃ কনিষ্ঠ ব্যক্তি।" যথা—

তৃতীয়স্তরের গুরুব্যক্তিগণ

পিতামহ, মাতামহ, দাদাশ্বশুর, দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ীর পিতা-মাতা, ভাসুরপত্নী বা দেবরপত্নী-দিগের পিতামহ বা মাতামহ, ননদের দাদাশ্বশুর বা দিদিশাশুড়ী ইত্যাদি।

তৃতীয়স্তরের কনিষ্ঠব্যক্তিগণ

পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রবধূ, নাতজামাই প্রভৃতি।

এই গেল, গুরু ও কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্যক্তি-দিগের মধ্যে স্তরবিভাগের কথা। সমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোনও স্তর বিভাগ নাই। তবে ঘনিষ্ঠতার তারতম্যে সমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও বিভিন্নরূপ পত্রালাপ হইয়া থাকে বটে। যাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক, তাঁহার সহিত যেমনটী পত্রালাপ হয়, অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতারহিত ব্যক্তির সঙ্গে তেমনটী হয় না। কিন্তু এ প্রভেদ নিতান্তই সামান্য! পাঠের বা লিখনভঙ্গীর মধ্যে এজন্য যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ঘটে, সেটুকুকে আয়ত্ত করিতে খুব কিছু বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং সেজন্য সমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমরা আর স্বতন্ত্র কোন শ্রেণী-বিভাগ করি নাই। একই অধ্যায়ের মধ্যে যতটা সম্ভব এই স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে যত্ন পাইয়াছি।

কনিষ্ঠ ও গুরুসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এই স্তরবিভাগ বিশেষ সুস্পষ্ট এবং অধিকতর গুরুতর বলিয়া উহাদের বেলায় বিভিন্ন অধ্যায়ের আশ্রয় লইয়াছি।

গুরুজনের নিকট পত্রলিখন

প্রথম স্তর

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট

গ্রাম—নন্দগাঁও
পোঃ—চক্রবেড়িয়া
মালদহ
১০ই পৌষ ১৩১৯ বাং

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দাদা, আপনি কলিকাতা গিয়াছেন পরে আর আমাদের নিকটে চিঠি-পত্র লিখেন নাই। এজন্য বাড়ীর সকলেই চিন্তিত আছেন। মধ্যে মধ্যে খবর প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সুস্থির রাখিবেন। আপনার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে? আজ সপ্তাহকাল হইল, আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। ফল বাহির হইয়াছে; আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছি। আমার জন্য অতি সত্বর একখানা আঁক শিখিবার ভাল বই পাঠাইয়া দিবেন।

আঁক বিষয়টা আমি মোটেই ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি না। একখানা খুব ভাল বই না কিনিলে চলিবে না। পাঠাইতে যেন বিলম্ব না হয়।

আমাদের মঙ্গল, আপনাদের বাসার সকলের কুশল-সংবাদ দানে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

সেবিকা

শ্রীমতী নলিনী

জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাই, কিম্বা মামাত, পিসতুত, মেসতুত, জ্যেঠতুত, খুড়্‌তুত যে কোন প্রকার জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকটেই এইরূপে লেখা চলে।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নার নিকট পত্র

কোন্নগর, হাওড়া

২৫শে ভাদ্র, ১৩১৯

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদি! বহুদিন পরে তোমার নিকট পত্র লিখিতেছি। আশা করি তোমার স্নেহের বোনটীকে একবারে ভুলিয়া যাও নাই।

আজ কতদিন হইল, তুমি আমাদের ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছ, এতদিনের ভিতরে কি একদিনও আমাদিগকে

স্মরণ করিতে নাই? শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীর নিকটে মধ্যে-মধ্যে খবরাদি পাঠাও, কিন্তু সে সংবাদ তো আমাদের পাইবার উপায় নাই। পাইলেও যথাসময়ে আমরা কিছুতেই পাইতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে-মধ্যে এখানে আমাদের সংবাদ লইও।

খোকা কেমন আছে? গত শ্রাবণ মাসে তা'র একটু অসুখের কথা শুনিয়াছিলাম। এখন কোনও অসুস্থতা নাই তো? তোমাদের জামাই বাবু আজ চারিদিন হইল মাথাবেদনায় ভুগিতেছেন, আফিসে যাইতে পারেন না। তাই মনটা কেমন আছে। তোমাদের সকলের মঙ্গল সংবাদ জানাইতে ভুলিও না। ঘোষ মশাইকে আমার একটা দণ্ডবৎ দিও।

আশা করি এবার অতি সত্বর পত্রের উত্তর পাইব।

সেবিকা—

শ্রীমতী সুশীলাবালা মিত্র।

যাবতীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই এই আদর্শে পত্র লেখা চলে।

জ্যেষ্ঠাভগিনীপতির নিকট

ভগ্নীপতি বা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে, কি কথোপ-কথনে, কি পত্রলেখায় সর্ব্বত্রই রহস্যালাপ চলে।

এজন্য গুরুব্যক্তি হইলেও তাঁহাদের নিকট পত্র লিখনপ্রণালী অনেকটা সমশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট পত্র-লিখন-প্রণালীর মত। তবে পাঠগুলি গুরুব্যক্তির হিসাবেই লিখিতে হয়। যথা—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়! দু'খানা পত্র লিখিয়া যে একখানারও উত্তর পাইলাম না, ইহার কারণ কি? হয়, মহাশয় অকস্মাৎ খুব বড়লোক হইয়া উঠিয়াছেন, নয়তো কিছু বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। যাহা হউক, উভয় অবস্থায়ই আমাদিগকে স্মরণ করা উচিত ছিল। না করিয়া মহাশয় যে খুব দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

শুনিয়াছি মহাশয় 'ফিলসফি' না কিসে এম-এ, পাশ করিয়াছেন। 'ফিলসফি' মানে দর্শন শাস্ত্র! আপনাদের এ কোন্ দর্শন শাস্ত্র—যাতে প্রিয়তমা-দর্শনের উপায় বা কৌশল বর্ণিত নাই। আমার নিকট আজ আপনি সে শাস্ত্রের একটু ব্যাখ্যা শুনুন। শ্বশুরালয়ে স্ত্রী বর্ত্তমানে যদি কোন দুঃসাহসিক জামাতা রীতিমত তথায় পত্রাদি না লেখে, তবে শ্বশুরালয়ে আসিলেই সেই জামাতার প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের আদেশ হইয়া থাকে। সপ্তাহকাল তাহাকে নির্জ্জন বাস করিতে হয়, আর আমাদের মত সুশীল ব্যক্তিদের হাতে

অষ্টপ্রহর কীল-চাপড় খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়— অন্য আহার বা দর্শন মিলে না!

আশা করি আপনার 'ফিলসফি'র নোটবুকের এক কোণে 'দর্শনে'র এই নূতন অধ্যায়টী টুকিয়া রাখিয়া দিবেন। আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন।

শাস্ত্রে বলে অজ্ঞানকৃত পাপে অপরাধ নাই। সুতরাং এ যাত্রার মত আপনাকে মার্জ্জনা করিতে পারি। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ আচরণ করিলে আপনার মুক্তির আশাভরসা দুঃস্বপ্ন। একথাটা ভালরূপ মনে রাখিবেন।

বড়লোকই হউন, আর যা-ই হউন, শ্বশুরালয়ের মায়া কাটাইতে পারিবেন—এমন বীর এখনও হন নাই। "অসারে সংসারে খলু——" জানেন তো! সাবধান! কে সাধ করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইতে চায়!

আমরা সকলেই ভাল। কেবল দিদির ইদানীং কি একটা অসুখ হইয়াছে যে, ডাক আসিবার সময় হইলেই ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, আর সকলে চিঠিগুলি বাছিয়া লইয়া গেলেই একবারে অসার! ব্যারামটা গুরুতর সন্দেহ নাই, একটু ছোঁয়াচেও বটে। ইতিমধ্যেই মাকে, আমাকে এবং আরো ২।১ জনকে একটু একটু স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু দুরারোগ্য নয়—বিশেষ আপনি যদি চিকিৎসক হয়েন। হইবেন কি?

সেবিকা—

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা।

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূর নিকট পত্র

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বৌদিদি! তুমি বড়ই সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছ দেখিতেছি। ছ'মাস, ন'মাস পরে চিঠি লেখ—আবার অনুযোগ দাও, আমরা তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি! গতমাসে যে আমি দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেগুলির জবাব কৈ? দাদার কাছে গিয়ে অবধি তোমাকে 'ভীমরতি'তে পেয়েছে নিশ্চয়। নতুবা নিজে এতটা কসুর করে', কেউ উল্টো অনুযোগ দিবার আস্পর্দ্ধা রাখে? যা'হক্, এখন এবিষয়ে আর অধিক কথা লিখিব না। যখন সাক্ষাৎ হইবে, রীতিমত বোঝাপড়া হবে।

আজ একটা মজার গল্প হাতে আছে। এখন সেইটে বল্‌বো। ঝগড়াই করি, আর বিবাদই করি, বৌদিদি, এ গল্পটা তোমায় না বলিয়া থাক্‌তে পালেম না। ওপাড়ার ষোড়শী মেয়েটীকে তুমি দেখেচ নিশ্চয়। আজ দশ দিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরই জামাই কলিকাতা পড়িতে চলিয়া যায়। যাওয়ার আগে ফুলশয্যার রাত্রিতে নাকি রসিকপ্রবর মেয়েটাকে কথা বলাবার জন্য ভারি 'হস্তন্যস্ত' করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই! ষোড়শী তো যে লাজুক মেয়ে—একেবারে লজ্জাবতী

লতা!—সে একটীও কথা বলে নাই। অগত্যা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াই প্রভুকে ফিরিতে হইয়াছে।

আজ ছ'দিন হইল তাঁহার একখানি পত্র আসিয়াছে। কভার মোড়া, খামের মুখে বড় বড় গালার চাপ্টা, বেশ গোটা গোটা লেখা—এক পৃষ্ঠায় ষোড়শীর নাম, অপর পৃষ্ঠায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—"অন্যের খোলা নিষেধ!" পুরুষদের কি আক্কেল ভাই! শেষকালে এই কথাটী লিখিয়াই কিন্তু সব মাটী করিয়া দিয়াছে। "ঠাকুর ঘরে কলা খাই নাই"র মত আর কি? চারু, মতি, নলিনী, এরা সব তখন সেইখানে ছিল। নলিনী ও-কথাটা দেখিয়াই লাফাইয়া পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে রে! এটার মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে, এটা পড়তেই হবে।" ষোড়শী তো একষট্টি!

বাস্তবিক চিঠির উপরে "অন্যের খোলা নিষেধ" লেখাটা নিতান্তই কিন্তু মূর্খতা। যাঁরা ভাল লোক তাঁরা কিছুতেই অন্যের পত্র খুলেন না, আর যাঁরা খুলিবেই, তাঁরা "অন্যের খোলা নিষেধ" লেখা থাকিলেও খুলিবে, না থাকিলেও খুলিবে! বরং ওরূপ লেখা থাকিলে তাহাদের কৌতূহল ও উৎসাহ আরও বৃদ্ধি হয়। ওরূপ লেখা, আর বিজ্ঞাপন দেওয়া যে, এর ভিতরে বিশেষ কিছু গোপনীয় কথা আছে—একই কথা! তার চেয়ে বরং খামের মুখে টিকিট খানা

আঁটিয়া দিলে বেশী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে! কারণ টিকিটের উপরে পোষ্টাফিসের শীল পড়ে, আর কেহ উহা উঠাইয়া পত্র পড়িতে গেলে প্রায়ই পুনরায় তদ্রূপ করিয়া লাগাইতে পারে না, ধরা পড়িয়া যায়—সুতরাং প্রতারণা করিয়া পরোক্ষে চিঠি খুলিয়া পড়া সে অবস্থায় বড় সহজ হয় না। বিশেষতঃ কিছুই লেখা না থাকিলে, এরূপে টিকিট মারিলেও কাহারও কিছু সন্দেহ হয় না। আমার মতে নির্ব্বোধ পুরুষ জাতির উপকারকল্পে, এ কথাটা বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। তুমি প্রয়োজন মনে করিলে দাদাকে এটা জানাইয়া দিও!

কিন্তু কথাটা এখনো শেষ করি নাই। গল্পটার আরও অনেকটা বাকী আছে। চিঠিখানি কয় পৃষ্ঠা জান? সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা!! এই সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে অন্ততঃ গণ্ডাদশেক বার 'প্রাণেশ্বরি', 'প্রিয়তমে', 'জীবন-সর্ব্বস্ব', এই সম্বোধনগুলি আছে। আর প্রতিছত্রেই প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে যে, ষোড়শীই তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, ইহকাল-পরকাল, সর্ব্বস্ব! অথচ উভয়ের পরিচয় কত-দিনের জান? আজও দুইপক্ষ অতীত হয় নাই! উপন্যাস আর কাকে বলে!

বৌদিদি, ভালবাসাটা অনেক সময় এক মুহূর্ত্তে স্কন্ধে চাপিয়া বসে জানি, কিন্তু ফাঁসরজ্জুর মত এমন গলা চাপিয়া

ধরে, এটা আমার বিশ্বাস নয়। দু'দিনের দর্শনেই কি এতটা হয়? আর হলেই কি পত্রে এতটা বেহায়াপনা ভাল? ছি, ছি, এটা নিতান্তই প্রতারণা বলে মনে হয়! প্রাণেশ্বরি! জীবন সর্ব্বস্ব! দশ দিনের ভিতর! দুই দিনের দর্শনে! এ ভালবাসাগুলি যেমনই ধূমকেতুর মত দৌড়িয়া আসে, তেমনি আবার ধূমকেতুর মতই পুচ্ছ গুটাইয়া অতি সত্বর দৌড়িয়া পালায় বলিয়া আমার বিশ্বাস! পুরুষেরা কি মনে করে যে মেয়েরা এমনি নির্ব্বোধ যে, তাঁহারা একটী মাটীর রসগোল্লা দেখাইলেই আমরা যাইয়া উড়িয়া তাঁহাদের উপর পড়িব! এ যদি তাঁহাদের বিশ্বাস হয়, তবে নির্ব্বোধ তাঁরা, নির্ব্বোধ আমরা নই। এ বিষয়ে তোমার মত কি বৌদিদি? আজ আর স্থান নাই, সুতরাং এইখানেই পত্রটা সমাপ্ত করিতে হইল। এমন গল্পটা লিখিলাম, আশা করি এইবার সত্বর উত্তর দিবে। যদি না দেও, দাদার নিকট নালিশ করিব, আর তোমার সঙ্গে আমার আড়ি!

আশা করি কুশলে আছ। আমরা সকলেই ভাল।

তোমার স্নেহের
শৈলবালা।

ভাসুর-পত্নী বা জ্যেষ্ঠা জা-এর নিকট।

ভাসুর-পত্নী বা জ্যেষ্ঠা জা-এর নিকট চিঠিপত্র কতকটা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নিকট লিখিত চিঠিপত্রের অনুরূপ হয়। যথা—

ভাসুর-পত্নী বা জ্যেষ্ঠা জা-এর নিকট পত্র।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তুমি এখান হইতে গিয়াছ পরে আর কোনও সংবাদাদি দাও নাই। পিত্রালয়ে তুমি কতদিন থাকিবে লিখিবে। খোকা-খুকীর শরীর কেমন আছে? মাকে ও বাবাকে আমার প্রণাম দিও। তোমার অভাবে আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি। দিদি, নিকটে থাকিতে কোন বস্তুরই মর্য্যাদা বোঝা যায় না—দূরে গেলেই আদর হয়। তোমার অভাব হওয়ায় আজ বুঝিতেছি, তুমি আমার কত বড় আশ্রয়! সংসারের কাজ-কর্ম্ম তোমার অভাবে সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। একে তো আমি তোমার মত এ সব বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞানই, তদুপরি খোকা-খুকীর জন্যে আমার মন কেমন অস্থির—আমি কিছুতেই এ সকল সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না; তুমি না আসা পর্য্যন্ত

আমার মন স্থির হইবে না। তুমি কবে তক্ আসিবে পত্র-পাঠ লিখিও। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা।

সেবিকা—

তোমারই ছোট বোন্

হেমলতা।

জ্যেষ্ঠাননদপতির নিকট।

জ্যেষ্ঠা-ভগিনীপতির নিকট যে প্রকার পত্র লিখিতে হয়, জ্যেষ্ঠাননদপতির নিকটও প্রায় সেই প্রকারই লিখিত হইয়া থাকে। যথা—

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়, বড়ই সৌভাগ্য যে আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। তবে ঠাকুরঝির পত্রের এক কোণে আমাদের কথা না লিখিয়া যদি আলাদা ভাবে লিখিতেন, তবে অধিকতর সুখী হইতাম। কিন্তু যাক্, এখন একটা আসল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি;—আশা করি স্পষ্ট উত্তর দিবেন। ঠাকুরঝিকে নেওয়ার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

ব্যস্ত হউন আর যাই হউন, ষষ্ঠীপূজার আগে তাঁহাকে আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আর সে সময়ে

আপনাকে'ও একবার শুভাগমন করিতে হইবে। তা' আপনি নিমন্ত্রণ না পাইলেও বোধ হয় দৌড়িয়া আসিবেন। কারণ ঠাকুরঝিকে আমরা ছাড়িতেছি না। যখন নিমন্ত্রণটা করা হইল, তখন বোধ হয় সেই সময়ে মহাশয়ের শুভাগমনটা ইন্‌সিওর করা হইল! কেমন?—কথাটা সত্যি কি না লিখিবেন।

আপনি মনে করিবেন না, ঠাকুরঝির এ বিষয়ে কোন কারসাজি আছে। আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীটী একটী ১লা নম্বরের বেইমান। আমরা এত আদর-যত্ন করি, তথাপি আপনার কি একটা তুচ্ছ লেখা পাইয়াই একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাল আর কাকে বলে? আমরা হইলে, এমন মুনিবকে বেশ জব্দ করিয়া রাখিতাম। আপনার যেমন ফাটা বরাত!

আজ তবে আসি। পত্র পড়িয়া রাগ করিবেন না। রাগ করিলে আমাদের কিছু হৌক্ না হৌক্, মহাশয়ের পীলেটা তো নিরর্থক পরিশ্রান্ত হইবে, আর আহার-বিহারেও তো কিছু বিঘ্ন জন্মিতে পারে! সত্বর উত্তর চাই।

নিবেদিকা—

শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা।

শ্রেষ্ঠ গুরুব্যক্তির নিকট পত্রলিখন।

পিতার নিকট পত্র।

(১)

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আজ আপনার পত্র পাইলাম। আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আপনার কন্যা কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হইবে না।

আপনি আসিবার কালে আমাকে যে পুস্তকখানা দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই আমি পাঠ করি, এবং তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিতে চেষ্টা করি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আপনার উপদেশগুলি যেন আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে পারি।

এখন পর্য্যন্ত আমার উপর এ সংসারের কোনও ভার অর্পিত হয় নাই। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণ আমাকে কিছুই করিতে দেন না। তথাপি আমি সীমা রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করি।

আপনি যে আমাকে এখন নেওয়াইতে পারিবেন না বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি দুঃখিত নই। যদিও আপনাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন কেমন করে, তথাপি

শ্বশুর-শাশুড়ীর পীড়িতাবস্থা দেখিয়া মনকে দমিত করিয়াছি। আমি সামান্য একটা কিছু করিলেও এ রুগ্নাবস্থায় তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহারা একটু ভাল হইয়া উঠিলে কিছুদিন পরে আমাকে নেওয়াইতে চেষ্টা করিবেন।

অধিক আর কি লিখিব। সর্ব্বদা শ্রীচরণমঙ্গল সংবাদ দিতে ভুলিবেন না। মাকে আমার প্রণাম দিবেন।

সেবিকা—

শ্রীমতী মনোরমা।

(২)

অন্য প্রকার।

শ্রীশ্রীচরণসরোজেষু—

বাবা, যথাসময়ে আপনার পত্র পাইলাম। আমি এখানে কি ভাবে আছি, আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। বাবা, আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না—আমি এখানে বেশ আছি—আমার কোনও কষ্ট নাই।

বাবা, সুখ-দুঃখ অনেকটা নিজের নিকট। আমার তো সোণার সংসার! যাঁদের সংসারে নানা দুঃখ-কষ্ট বা অভাব-অভিযোগ রহিয়াছে, তাঁদেরও শান্তিলাভের উপায় আছে। শুধু চেষ্টা এবং সাধনা থাকিলেই হয়! বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ কথাটা আজকাল অনেকে বোঝেন না।

আমাদের সংসারের গৃহকর্ম্ম প্রায় সকলই আমাকে করিতে হয়। সকালবেলা অতি প্রত্যুষে আমি ঘুম হইতে উঠি, উঠিয়াই চারিদিকের আবর্জ্জনাদি দূর করি। অপর কেহ জাগরিত হইতে না হইতে এই কার্য্যটী আমার শেষ করিতে হয়; কারণ গুরুব্যক্তিগণ উঠিয়া পড়িলে আর আমি যথেচ্ছভাবে তাঁহাদের সম্মুখে কাজ কবিতে পারি না। এই কার্য্যটী সারিয়া পরে আমি বাসনপত্রগুলি পরিষ্কার করিতে পুকুরের ধারে লইয়া যাই। বাড়ীর নিকটেই পুকুর—বাসনপত্রগুলি ধুইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র গৃহে ফিরি; তারপর উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া রান্না চড়াইয়া দি। আহারাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় ১২টা হয়। আহারাদির পরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া মা'র ঘরে যাই। এ সময়টা মা নিদ্রা যান. আর আমি বসিয়া বসিয়া, আর কি করিব?—তাঁহার পাকা চুল বাছি, বা প্রয়োজন হইলে বাতের তেলটা তাঁহার পায়ে মালিস করিয়া দি। মা বড় বেশীক্ষণ নিদ্রা যান না। একটু পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আমি তাঁহার নিকট কাশীদাস বা কৃত্তিবাস খুলিয়া বসি। আমার রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া মা বড়ই পছন্দ করেন। মা সে কথা অনেককে বলায় আরও অনেকে আমার পড়া শুনিতে আসে; কিন্তু আমি সকলের নিকটে পড়িতে পারি না; আর খুব জোরেও পড়িতে পারি না। শুধু

স্ত্রীলোকের নিকটে ও শ্বশুরঠাকুরের নিকটেই আস্তে আস্তে পড়ি।

যেদিন পাঠ না করি, সেদিন আমি একটু একটু শেলাইর কাজ করি। কিন্তু কার্পেট বা উলের কাজে সময় নষ্ট করিতে আপনি নিষেধ করিয়াছেন—আমি শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসের কাজই করি। ঘরে ছেঁড়া কাপড়, জামা বা বিছানাপত্র থাকিলে সেগুলি সর্ব্বাগ্রে মেরামত করি; তারপর সময় পাইলে, বালিসের খোল, মশারি, কাঁথা, জামা বা সেমিজাদি বয়ন করি। ইহাতে আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়।

বৈকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি পুনরায় রান্না করিতে যাই। ৮টা কি ৯টার ভেতরে আহারাদি শেষ হয়। তারপর গা-হাত মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া একটু বিশ্রামান্তর জমা-খরচ লিখি। তারপর ভাল লাগিলে ২।১ খানি গ্রন্থ একটু-আধটু পাঠ করিয়া শুইতে যাই। শয়নের পূর্ব্বে আপনার কথামত একটু ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করি।

সপ্তাহে একবার করিয়া আমি বাড়ীর ময়লা কাপড়গুলি সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দেই। জিনিসপত্র আপনার উপদেশ মতই সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখি। এইরূপে আমার দিন যায়। আমার এই সব কাজে এতটুকুও কষ্ট হয় না—বরং বেশ আমোদ লাগে।

আমাদের পাশের বাড়ীর বৌকে দেখিয়াছি—তাঁহার অনেক দাস দাসী, অনেক অর্থ। কিন্তু তথাপি তাঁর সংসারের কাজ-কর্ম্ম সুশৃঙ্খল ভাবে হয় না! আর সর্ব্বদাই তিনি খিট্ খিট্ করেন, আর অদৃষ্টের দোষ দেন। আমার মনে হয়, অতিরিক্ত মাত্রায় আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়াই তিনি এইরূপে নানা অশান্তি ভুগিতেছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। তাই বলিতেছিলাম, অবস্থার সঙ্গে ও শান্তির সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

আপনি আমাকে খুব অর্থ ও দাস দাসী দেন নাই বটে, কিন্তু আপনি যে উপদেশগুলি আমাকে উপহার দিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আমি সুখী হইব, নিশ্চয়। আপনি কখনই আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না।

অধিক আর কি লিখিব। মার শরীর এখন কেমন? সুকু এবং সুধাকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আপনার শ্রীচরণ-মঙ্গল-সংবাদ সর্ব্বদা পাইতে যেন বঞ্চিত না হই। ইতি—

সেবিকা—
আপনার কিরণ।

মাতার নিকট।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মা, অনেক দিন যাবৎ আপনার পত্র পাইতেছি না। এখানে আসিয়া অবধি আপনার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল ; এ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে যদি আপনার পত্র পাইতাম, তবু মনটাকে বুঝাইতে পারিতাম।

বাবার শরীর কেমন আছে, কিছুই অবগত নই। আসিবার কালে তাঁহাকে কাতর দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে তাঁহার শারীরিক অবস্থা কিরূপ, পত্রপাঠ জানাইবেন।

শ্বশুরমহাশয় আমাকে পূজার সময় আপনাদের নিকটে পাঠাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। শাশুড়ীঠাকুরাণীরও এই বিষয়ে মত আছে। কবে সেই দিন আসিবে, আমি কেবল সেই কথাই ভাবিতেছি।

আজ অধিক আর কিছু লিখিবার নাই। যথাসম্ভব সত্বর উত্তর দিবেন। আমি একপ্রকার—

সেবিকা—
আপনার স্নেহের
কুসুম।

খুড়া, জ্যেঠা, মামা, পিসে, মেসো, তাঐ প্রভৃতি অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গুরুব্যক্তির নিকট।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আপনার একখানি আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনার স্নেহের হিরণকে এইরূপে মধ্যে মধ্যে মনে করিতে ভুলিবেন না। আপনাদের পত্র পাইলে আমার বড়ই আনন্দ হয়।

আমার শরীর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। খোকা ও খুকী ভাল আছে। আপনাদের বাসার সকলে কেমন? শ্রীচরণমঙ্গল প্রার্থনা।

সেবিকা
আপনার হিরণ।

খুড়ী, জ্যেঠী, মাসী, পিসি, মাসী, মাঐ প্রভৃতির নিকট।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

খুড়ীমা, (বা জ্যেঠাইমা, বা পিসিমা ইত্যাদি) আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত

হইলাম, তাহা আর পত্রে কি লিখিব। এ হতভাগিনীকে যে আপনারা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আশা করি, আপনাদের এই স্নেহ ও মমতা চিরকাল এইরূপ অচলা থাকিবে।

আপনার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ অসুস্থতা সে বিষয়ে কিছুই লিখেন নাই। এজন্য বড়ই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ সকল কথা বিস্তারিত লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

খুড়ামহাশয় (বা মামা, জ্যেঠা, পিসে বা মেসো মহাশয়) এখন কোথায়? তাঁহাকেও আমার নিকটে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে বলিবেন। অপর্ণার কোনও পত্র পাইলেন কি? এবার যখন তাহাকে আপনাদের তথায় আনিবেন, তখন যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়!

যদু রীতিমত স্কুলে যায় তো? পত্রোত্তরে আপনাদের মঙ্গল সংবাদ জানিবার বাসনা রহিল।

সেবিকা—

আপনাদের সুহাসিনী।

শ্বশুরের নিকট।

অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই, (বা শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—)

আমি এখানে আসিবার কালে আপনার শরীর অসুস্থ

দেখিয়া আসিয়াছিলাম ; সেজন্য বড়ই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ বর্ত্তমান অবস্থা লিখিবেন।

আমি এখানে চলিয়া আসায় বোধ হয় আপনার বড়ই কষ্ট হইতেছে। এজন্যই আমি এসময় পিত্রালয়ে আসিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এখন অসুবিধা হইলে, যাহাতে শীঘ্রই আমায় নেওয়াইতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন।

এখানে আমার কাজকর্ম্ম কিছুই নাই—শুধু বসিয়া থাকিতে হয়। এসময় আপনার সুশ্রূষা করিতে পারিলে সময়ের অধিকতর সদ্ব্যবহার হইত। যদি অসুবিধা হয়, আমাকে নেওাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না।

শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্যে কেমন আছেন? আমি শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে ভাল আছি।

সেবিকা—
আপনার স্নেহের বধূ
মৃণালিনী।

শাশুড়ীর নিকট।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মা, আসিয়াই আপনার নিকট পত্র লিখিব কথা ছিল, কিন্তু নানা গোলযোগে এপর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আশা করি অবস্থা বুঝিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আজ দশদিন যাবৎ আমার ছোট ভাইটীর বড় জ্বর। একবারও জ্বরের বিরাম হয় নাই। দু'তিন জন ডাক্তার অবিরাম চিকিৎসা করিতেছে, আমরাও দিবারাত্রি সেবা-শুশ্রূষা করিতেছি। কিন্তু তথাপি কোনও সুফল দেখা যাইতেছে না।

ডাক্তার বলিতেছেন, সুফল না দেখা যাউক, অন্ততঃ যদি এই অবস্থাটুকুও বজায় থাকে, তবু আশঙ্কার কথা কিছু নাই। কিন্তু যদি অন্য কোনও উপসর্গ আসিয়া দেখা দেয়, তবেই ভয়ের কথা! আমরা বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি। ভগবান্ কি করেন বলা যায় না।

খোকার জ্বর একটু ভাল হইলেই, আমি যথাসম্ভব সত্বর আপনাদের চরণ দর্শন করিব। এই গোলযোগে মধ্যে মধ্যে সংবাদাদি দিতে গৌণ হইলে, চিন্তিত হইবেন না। পত্রোত্তরে আপনাদের সকলের মঙ্গল সংবাদ জানাইবেন।

আপনার চিরসেবিকা
শ্রীমতী সুবর্ণবলা।

অতিশ্রেষ্ঠ গুরুব্যক্তির নিকটে পত্রলিখন।

পিতামহ, মাতামহ কিম্বা পিতামহী বা মাতামহী প্রভৃতির নিকটে বা উক্ত শ্রেণীর অন্যান্য গুরু-ব্যক্তির নিকটে, কি পত্রাদিতে, কি কথোপকথনে, রহস্যালাপ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

পিতামহ-মাতামহদিগের নিকটে পত্র।

অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই—
(বা শ্রীশ্রীচরণকমলেষু)

ঠাকুর্দ্দা, তুমি বেশ লোক্ যা'হক্। ছ'মাসের মধ্যে একখানি পত্র দিয়াও জিজ্ঞাসা করিলে না। আমি কিন্তু তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলিতে পারি না। তোমার শুক্‌নো দাড়ি গুলির এবং ভাঙ্গা দাঁতের গুণ আছে নিশ্চয়! রাতদিন আমার কেবল সেগুলিই মনে পড়ে! আমার এ চক্‌চকে চুলগুলি ও কট্‌কটে দাঁতগুলির কথা কি তোমার একবারও মনে পড়ে না? আমার রান্না এবং ছেঁচা পান খাইয়া তোমার চিরটা জন্ম গিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার বিয়ের পরে তুমি আমাকে লিখিবে যে, আমার রান্না ও ছেঁচা পান না পাইয়া তুমি এখন উপস

করিতেছ। দেখ্‌ছি, তুমি আমার অনুমানটা উল্টাইয়া দিলে এবং বেশ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া আরাম করিয়া নিদ্রা যাইতেছ।

একজনকে তোমার কথা বলিয়াছিলাম। সে তোমায় হিংসুক বলিয়া গালি দিয়াছে। বলে যে "হিংসুক না হইলে এমন হয়? আমার নিকটে দূরে থাক্‌, তোমাকেও একখানি পত্র দিয়া জিজ্ঞাসা করে না! তোমাকে আমি লইয়া আসিয়াছি বলিয়া বুড় হিংসায় মরিতেছে, নিশ্চয়। তুমি একবার বুড়াকে দেখা দিয়া শান্ত করিয়া আইস।"

অতএব আমি একবার তোমাকে দেখিতে আসিব মনস্থ করিয়াছি। এবার আসিয়া তোমার পক্ক দাড়িগুলি একবারেই নিঃশেষ করিব! আজ তবে এই পর্য্যন্ত। আমরা ভাল। তোমাদের মঙ্গল চাই।

সেবিকা—
তোমার নির্ম্মলা।

পিতামহী-মাতামহী প্রভৃতির নিকট।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদিমা (বা ঠান্‌দিদি), তোমার পত্রখানি পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তোমার নাৎজামাই তোমার

উপর কিছু চটিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে তুমি একটা কথাও লেখ নাই। সাবধান, ভবিষ্যতে যেন এরূপ না হয়!

দিদিমা, তোমার খুব সৌভাগ্য দেখিতেছি। তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমার বড়ই হিংসা হইতেছে। আমি এত যত্ন করি, শুশ্রূষা করি, এত কেশ বিন্যাস, অভিমান করি, তবু তাঁর মন পাই না; আর কোথাকার তুমি কে, ছ'মাসে ন'মাসে একবার জিজ্ঞাসা কর না, আর তিনি কেবল তোমারই কথা ক'ন! নিশ্চয় তুমি যাদু জান! নতুবা, বুড় বয়সের আর সাদা চুলের এত জোর? আমি হার মানিয়াছি।

এবার তোমার ব্রত-প্রতিষ্ঠার কালে আমাদের নিমন্ত্রণ করিবে তো? তা'হলে ব্রতের ফল হাতে-হাতেই পাইবে। আর যদি না কর, তবে অগ্নি-অগ্নি আসিয়াই আমরা তোমার ব্রতের ঘট-নৈবেদ্যাদি সব চুরমার করিয়া দিব! মনে রাখিও।

পত্রোত্তরে বিস্তারিত খবর চাই। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা। ইতি

সেবিকা

তোমার—বিধুমুখী।

দাদাশ্বশুর এবং দিদিশাশুড়ীকেও প্রায় এই-রূপেই পত্র লিখিতে হয়। তবে তাঁহাদের বেলা রহস্যের মাত্রাটা একটু কমাইলে ভাল। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা আর সে সম্বন্ধীয় কোনও স্বতন্ত্র আদর্শপত্র দিলাম না। ঠাকুর্দ্দা ও ঠান্‌দিদিকে যেভাবে পত্র লিখিতে হয়, একটু সংযতভাবে, রহস্যের মাত্রা একটু খর্ব্ব করিয়া তাঁহাদের নিকটেও সেই ভাবেই লিখিবেন।

স্বামীর নিকট পত্র

স্বামীর নিকট পত্র

(১)

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

গতকল্য আপনার একখানা আশীর্ব্বাদপূর্ণ পত্র পাইয়া নিতান্ত সুখী হইলাম। আপনি যে এত শীঘ্র আমার নিকট পত্র লিখিবার অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে এখানকার সকলেই অত্যন্ত সুখী। আপনার উপদেশগুলি আমি প্রাণপণ পালন করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিতান্ত বালিকা—ভালমন্দ জ্ঞান সর্ব্বত্র নাই। এ অবস্থায় আপনি ভিন্ন কে আমায় সৎপথে চালিত করিবে? আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পরেই বালিকাদিগকে নূতন ভাবে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলিতে হয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমি যে এই সময়ে খুব কৃতিত্বের সহিত চলিতে পারিব যে ভরসা নাই। আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আপনার পদচ্ছায়ায় বসিয়া আমি সকল আশঙ্কাকে তুচ্ছজ্ঞান করিব। আমি ভাল, বাড়ীর অন্যান্যের মঙ্গল। আপনাদের সকলের মঙ্গল সংবাদ দানে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি

সেবিকা

আপনার সুশীলা।

(২)

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিলাম, তাই এতশীঘ্র আপনার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন, আমার প্রশংসাবাদ শুনিয়া আপনি আনন্দে অধীর হইয়াছেন। আমার প্রশংসাবাদে আপনার হৃদয় প্রফুল্লিত হউক—অধিনীর ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকিঞ্চন। আমার প্রশংসাবাদে যদি আপনিই সন্তুষ্ট না হইলেন, তবে তেমন প্রশংসাবাদে আমার প্রয়োজন কি? কিন্তু কথাটা আপনি কিছু বাড়াইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। অধিনীর এমন কোন গুণ নাই, যে জন্য তার এতটা প্রশংসা হইতে পারে। বোধ হয় আমার প্রতি একান্ত স্নেহ বশতঃই আপনি সামান্য একটা সুখ্যাতি-বাদকে অত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার এ পবিত্র প্রীতি চিরস্থায়ী হউক, এবং দিনে দিনে বর্দ্ধিত হউক। আপনার এ প্রীতির অধিকারিণী হইতে পারিলে, আমি স্বর্গকেও উপেক্ষা করিব।

আপনার মঙ্গল সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আপনারই আশ্রিতা

শ্রীমতী গিরিবালা।

(৩)

প্রিয়তম,

আজ দুই সপ্তাহ হইল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছ, এখনও পৌঁছ-সংবাদ জানাইলে না কেন ? তোমার সংবাদ না পাইলে যে আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তাহা কি তুমি জান না ? তোমার এমন কোনও কাজকর্ম্ম নাই, যাহার জন্য তুমি এক খানা পত্র লিখিবার সময় করিতে পার না। হয়, তুমি কোনও রোগে পীড়িত হইয়াছ, নয়তো আমার প্রতি তোমার আর এখন সে ভাব নাই। প্রিয়তম, আমার মাথার দিব্য, পত্রখানা পাওয়ামাত্রই উত্তর দিবে। নতুবা আমি মৃতকল্পা হইয়া থাকিব। আমি দিন গুণিতে বসিলাম।

আশা করি সত্বরই উত্তর পাইব।

একান্ত-অনুগতা
তোমারই
কুসুম

(৪)

প্রিয়তম,

বড় যাতনা লইয়া আজ উপস্থিত হইতেছি। গত কল্য এক পত্র লিখিয়াছি, পুনঃ আজ লিখিতেছি—ইহা

হইতেই বুঝিতে পারিবে আমার মন আজ কতদূর চঞ্চল। আশা করি পত্র পাওয়ামাত্রই উত্তরদানে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

তুমি জান, তোমার সুখ্যাতি শুনিলে আমি আনন্দে অধীর হই। আজ ছয়মাস কাল গত হইল, একদিন তুমি আমার জন্য একটা বহুমূল্য অলঙ্কার কলিকাতা হইতে লইয়া আসিয়াছিলে। কিন্তু সেদিন আমি তত আহ্লাদিত হই নাই, যতটা সেদিন তোমার পাশের খবর শুনিয়া আমি হইয়াছিলাম। তাহা তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। কিন্তু তোমার অখ্যাতির কথা শুনিলে আমার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বোধ হয় তোমার জানা নাই। জানা থাকিলে, তোমার এত স্নেহের নলিনীর মনে ব্যথা দিবার কারণ জন্মাইতে না। আজ তিন রাত্রি আমি ভালরূপ নিদ্রা যাইতে পারি নাই। লোকে দেবতাকে যে মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া আসে, চিরকাল সেই মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভালবাসে। আমার দেবতার ভুবনমোহন মূর্ত্তি লোকে আজ অন্য রঙ্গে চিত্রিত করিতেছে!—আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রিয়তম, অধিনীকে মার্জ্জনা করিও; কিন্তুআমি দশের কথায় কর্ণ বধির করিয়া রাখিতে পারি না। বিশেষতঃ তোমার সম্বন্ধে এতটুকু কথা উঠিলে সবটা বিষয় জানিতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই আজ আমি তোমার

সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তুমি অবিলম্বে আমার সংশয় দূর কর।

শুনিলাম, আজকাল আর তোমার লেখাপড়ায় তেমন মন নাই; আমোদ-প্রমোদে নাকি বড়ই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ। আমোদ-প্রমোদ তেমন দোষের নয় মানি, কিন্তু প্রিয়তম, যে আমোদ-প্রমোদে ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়, মান-সম্ভ্রম, ইহকাল-পরকাল সব যায়, সে আমোদ-প্রমোদ কি শ্রেয়ঃ? আমোদ-প্রমোদ কিসের জন্য? সুখের জন্য? মানসিক শান্তির জন্য? যদি তাহাই হয়, তবে যেরূপে সে সুখ, সে শান্তি চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহাই তো করা কর্ত্তব্য? তুমি যে পথ ধরিয়াছ, তাহাতে কি তেমন ফলের সম্ভাবনা করা যায়?

দু'দিনের সুখের জন্য তুমি অসীম অনন্ত ভবিষ্যতের পথে কণ্টক বপন করিতেছ! এ দু'দিন পরে অনুতাপের বহ্নি যখন চারিদিক্ হইতে তোমায় ঘেরিয়া আসিবে, তখন কোথায় আশ্রয় লইবে? তোমার পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী এখন তোমারই মুখপানে চাহিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে। দু'দিন বাদে সে স্বপ্নভঙ্গে তোমার জীর্ণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা যখন হঠাৎ শিহরিয়া উঠিবেন ও ভগ্নহৃদয়ে দেহটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া পলাইতে চাহিবেন, তখন কি এই দু'দিনের সুখের স্বপ্নের কথা মনে করিয়াই সেই দৃশ্যকে উপেক্ষা করিতে পারিবে?

প্রিয়তম, আমার মাথা খাও, আর বৃথা ভ্রান্তিতে আপনার সর্ব্বনাশ করিও না। আমি তোমারই মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছি। তুমি কি আমার মনে কষ্ট দিয়া আমোদ-প্রমোদে আপনাকে প্রফুল্লিত করিতে চাও? এ আমি বিশ্বাস করি না। এত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শপথ করিয়াছ, ভালবাসা জানাইয়াছ, সে সবই কি অলীক? এ কথা বিশ্বাস করিলে যে তোমাকে অবিশ্বাস করিতে হয়! না প্রিয়তম, সে অসম্ভব! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা রাখিবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। মেঘের আশায় তৃষিতা চাতকিনীর মত তোমার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। পত্রপাঠ উত্তর লিখিতে ভুলিও না! আমরা ভাল। তোমার মঙ্গল প্রার্থনা।

চরণাশ্রিতা

তোমারই ইন্দুপ্রভা।

(৫)

প্রিয়তম,

তোমার মধুমাখা পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাকে এতটা স্নেহ, এতটা প্রীতি কর, ইহার কারণ কোথায়? আমার মধ্যে এমন কোনও গুণ আমি খুঁজিয়া পাই না, যাহা দ্বারা আমি তোমার মত দেবতাকে

বাঁধিয়া রাখিতে পারি। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বজন্মের কোনও একটা সুকৃতির ফলেই আজ আমি তোমার এই অপূর্ব্ব প্রীতি লাভে সমর্থ হইয়াছি। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আমার সকল সুখ-সৌভাগ্যের বিনিময়ে এই প্রীতি চিরস্থায়ী হউক। আমার আর অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

কিন্তু একটা কথার এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।—আশা করি তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না। কথাটা এই।—তুমি এ সময়ে আমার জন্য চিন্তা করিয়া লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইও না। পরীক্ষা অতি নিকটবর্ত্তী। এ সময় অন্যমনা হইলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে। কেন বৃথা সে সর্ব্বনাশ করিবে? আমি একান্তই তোমার। স্মরণ কর, না কর, জিজ্ঞাসা কর বা না কর, আমি চিরকাল তোমারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিব। একথা কি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? কেন বিশ্বাস করিবে না? তোমার সহিত তো আজ আমার নূতন পরিচয় নয়। আমি কি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছি? একান্তই বিশ্বাস করিতে না পার, দু'দিন অপেক্ষা কর। পরীক্ষাটা অতীত হইতে দাও। তারপর আমি আপত্তি করিব না। তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন? ইতি।

সেবিকা

তোমার হিরণ।

(৬)

প্রিয়তম,

শুনিলাম, তুমি আমাকে কার্য্যস্থলে নিতে চাও। একান্ত সুখের বিষয়! কবে আমি তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইতে পারিব, এতদিন বসিয়া-বসিয়া এই কথাই ভাবিয়াছি। আজ আমার সে স্বপ্ন সফল হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

কিন্তু প্রিয়তম, একটা কথা শুনিয়া বড়ই যতনা হইতেছে। তুমি নাকি মাকে ও বাবাকে দেশে রাখিয়া যাইতে চাও; এ কথা কি সত্যি? প্রিয়তম, আমার মাথার দিব্য, তেমন কাজ করিও না। শ্বশুর-শাশুড়ী ঘরে নিরাশ্রয় পড়িয়া থাকিবে, আর আমরা বিদেশে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিব!—তুমি কি আমায় এতটাই অপদার্থ মনে করিয়াছ? ছি! ছি! আমার প্রতি তোমার এই বিশ্বাস?

প্রিয়তম, আমি শুনিয়াছি, পিতা-মাতা অপেক্ষাও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্ত্রীলোকের নিকটে পূজনীয়। তেমন শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতে যিনি বিমুখ, তিনি রমণীকুলে নিতান্তই অধম। প্রিয়তম, নিশ্চয় জানিও আমি সে শ্রেণীর নই। বার্দ্ধক্যের আবির্ভাবে মা-বাবা এখন নিতান্তই নিঃসহায়।—তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি তোমার নিকটেও যাইব না। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সহ আমাকে নিবার

বন্দোবস্ত করিও। আর তা' না পার তো, এখন আমায়ও স্থানান্তরিত করিয়া দরকার নাই। আমি আরও কতককাল এইখানেই থাকিব। তোমার কি অভিপ্রায়, সত্বর জানাইবে। আশা করি কুশলে আছ। আমি এক প্রকার।

তোমারই
প্রীতিবালা।

(৭)

প্রিয়তম,

ক্রমে তোমার দুইখানি পত্র পাইলাম। অনেকদিন যাবত পত্র লিখিতেছি না বলিয়া অনুযোগ দিয়াছ। প্রভু, পত্র লিখিব কি? তোমার দুরন্ত মেয়ের জ্বালায় অস্থির! সে না দেয় কাগজ হাতে করিতে, না দেয় কলম ধরিতে! আর কোল হইতে বঞ্চিত করিলাম তো সর্ব্বনাশ!—চীৎকারে পাড়াশুদ্ধ অস্থির! বলতো আমি এ মেয়ে নিয়ে কেমন কোরে গৃহধর্ম্ম করি?

মেয়ের শরীর ভালই আছে। পূজোর সময় যখন আসিবে, তখন তাহার জন্য একটা জামা নিয়ে এসো—আর গোটাকতক চুমু! বুঝ্‌লে?

নতুবা মেয়ে তোমার কোলে যাবে না! পত্রোত্তরে তোমার মঙ্গল জানাইও। ইতি

সেবিকা—কাঞ্চনমালা।

(৮)

শ্রীশ্রীচরণেষু,—

আবার মহাশয়ের পত্রবন্ধ হইয়াছে! নিশ্চয়ই আর একটা কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু সে যে কি, তাহা বহু চেষ্টায়ও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিবেন কি?

যদি বলেন, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রায়শ্চিত্তের একটা ব্যবস্থা করিব, আর গণ্ডা দশেক বার ক্ষমা ভিক্ষা করিব। কিন্তু উভয়ের মঙ্গলার্থ একটা কথা বলি! এ খামখেয়ালি অভিমানগুলোতে কিছু লাভ আছে কি?

আশা করি মহাশয় কথাটা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন; আর এবার হ'তে বেশ একটু সুবোধ প্রেমিক হ'তে চেষ্টা কর্ব্বেন। কেমন? পার্ব্বেন তো? না পারেন, অগত্যা ব্যারামটাকে আমিও নিমন্ত্রণ করিব। শুনিয়াছি, বিষে বিষ নষ্ট করে। আমার ব্যারামে যদি মহাশয়ের ব্যাধি কাটিয়া যায়, মন্দ কি? কি বলেন? আপনার দাসী চরণাশীর্ব্বাদে ভাল আছে। শীঘ্র পত্রোত্তর চাই। ইতি

সেবিকা
আপনার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী
শ্রীমতী শোভাময়ী।

(৯)

প্রিয়তম,

কাল ডাকযোগে তোমার একটী পার্শেল পাইয়াছি। একটী অঙ্গুরী পাঠাইয়াছ। এ সময় কেন তুমি এ অপব্যয় করিলে? আমি জানি, অতি কষ্টে এখন তোমার পড়ার খরচ চলিতেছে। একি তোমার পত্নীকে উপঢৌকন দিবার সময়? এ অর্থ যদি তুমি তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে, আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইতাম। তুমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ কি না জানি না।

আজকাল অনেক রমণী অলঙ্কার লাভটাকেই সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করে, জানি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে সেরূপ মনে করিও না। সেরূপ মনে করিলে যথার্থই তুমি আমাকে অপমানিত করিবে। বরং এ সময় যদি তুমি আমার যৎসামান্য জিনিসগুলিও তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার কর—আমি ধন্য হইব। আশা করি ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করিবে না।

একটা কথা তোমার স্মরণ রাখা উচিত। তুমি নগণ্য পরিচ্ছদে দিন কাটাইবে, আর আমি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া থাকিব—এত বড় পাপিষ্ঠা আমি নই।

তোমার উন্নতি হউক, আমি চাহিয়া অলঙ্কার পরিব। কবে সেই দিন আসিবে, আমি তাহার জন্যই বসিয়া রহিলাম। পত্রপাঠ তোমার মঙ্গল লিখিও।

চরণাশ্রিতা

তোমারই সরলা।

সমসম্পর্কীয় ব্যক্তির নিকটে পত্রলিখন।

বৈবাহিক, বৈবাহিকা, সমবয়স্কা সহচরী, সহপাঠিনী ও সখী-প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পত্রলিখিবার সমসম্পর্কীয় পাত্র। সমসম্পর্কীয় ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটে পত্র লিখিবার কালে রহস্যালাপ চলে। বৈবাহিক বা বৈবাহিকা দু'তিন শ্রেণীর আছেন। পুত্র, কন্যা, বা তৎস্থানীয় অন্যান্য আত্মীয়ের শ্বশুর-শাশুড়ীকে বৈবাহিক-বৈবাহিকা বলা যায়। আবার ভগ্নীপতির ভাই বা ভগ্নীকে, এবং ভাই-এর শ্যালক বা শ্যালিকাকেও ঐ সম্পর্কে অভিহিত করা যায়। প্রথমোক্ত জাতীয় বৈবাহিক বা বৈবাহিকার নিকটে চিঠিপত্র একটু সংযত এবং শিষ্টাচারপূর্ণভাবে লিখিতে হয়। তাঁহাদের সহিত রহস্যালাপ নীতিবিরুদ্ধ না হইলেও, কতকটা নীতিবিরুদ্ধ বটে। তাহার কারণ এই যে, পরিণত বয়স্কের নিকটে উদ্দাম রহস্যালাপ

শোভা পায় না, এবং কোন কোনও সময়ে বিপজ্জনকও হইয়া উঠে। যদি কোনও রহস্যোক্তিকে কেহ না বুঝিয়া হঠাৎ গুরুভাবে ধরিয়া বসেন এবং তজ্জন্য আপনাদিগকে কোনও রূপে উপেক্ষিত বা অবমানিত বোধ করেন, তবে অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটিবার সূত্রপাত হইয়া উঠে। এই জন্য এই জাতীয় বৈবাহিক বা বৈবাহিকার নিকটে উদ্দাম রহস্যালাপ ভাল নহে। কিন্তু শেষোক্ত জাতীয় বৈবাহিক বা বৈবাহিকার নিকটে পত্র লিখিতে এ সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁহাদের নিকটে কোনও ত্রুটিই এমত গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে না। ভগ্নীপতির ভাই বা ভগ্নী, ভাই-এর শ্যালক বা শ্যালিকা আপনাদিগকে বাস্তবিকই অবমানিত বা লাঞ্ছিত বোধ করিলেও প্রতীকারের জন্য ততটা ব্যস্ত হয় না—প্রায়ই সে অপমান ও লাঞ্ছনটাকে হজম করিতে পারেন। সুতরাং এস্থলে রহস্যালাপ যেমনই নীতিসঙ্গত, তেমনই নিরাপদ্।

৩

পুত্র, কন্যা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিদের শ্বশুর বা শাশুড়ীর নিকটে পত্রলিখন।

(ক)

মদেকসদয়েষু,—(বা সবিনয় নিবেদনমেতৎ)

অনেক দিন যাবৎ মহাশয়ের কোনও খবর পাই না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত আছি। আজ পাঁচমাস যাবত বধূমাতা আপনার নিকটে আছে; সম্প্রতি এখানে আনিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আজ এক সপ্তাহ যাবৎ আপনার বৈবাহিক বাতরোগে শয্যাগত—শুশ্রূষা করিবার ব্যক্তি মাত্র নাই। আশা করি পত্রপাঠ বধূমাতাকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন। নগেনের চিঠি পাইয়াছি। তাহার শরীর ভাল আছে। পত্রোত্তরে আপনাদের অভিমত ও মঙ্গল সংবাদ জানাইলে কৃতার্থ হইব।

নিবেদিকা

আপনার বৈবাহিকা।

(খ)

সদন্তঃকরণেষু,— (বা সবিনয় নিবেদন এই)

বেহান ঠাকুরাণি, অনেকদিন পরে আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি। আশা করি, পত্রপাঠ উত্তরদানে বাধিত করিবেন।

অনেক কাল শ্রীমতী চারুকে দেখি না। আপনি যদি অনুমতি দেন, একবার তাহাকে এইখানে আনাইয়া দু'চার দিন রাখি।

আপনার কিরূপ অভিপ্রায় সত্বর জানাইয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

নিবেদিকা—আপনার বৈবাহিকা

শ্রীমতী নিস্তারিণী ঘোষ-জায়া।

ভগ্নীপতির ভাই বা ভগ্নীর নিকটে
বা
ভাইএর শ্যালক বা শ্যালিকার নিকটে
পত্রলিখন।

(ক)

ভগ্নীপতির ভাই-এর নিকট।

সদন্তঃকরণেষু (বা সবিনয় নিবেদনমেতৎ)

বেহাই মহাশয়, বহুদিন যাবত আপনাদের কাহারও চিঠিপত্র না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি। পরম্পরায়

জানিতে পারিলাম, দিদিঠাকুরাণীর দিকে আমার একটী বোন-ঝি জন্মিয়াছে। এসংবাদ কি আপনাদের নিকটে এতই তুচ্ছ যে, কাহাকেও তাহা জানাইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। আপনার দাদা কোথায় আছেন জানি না। তাঁহাকে বলিবেন যে, স্ত্রীজাতি অধম বটে, কিন্তু তাহারা পিতামাতাকে বহুদিন কষ্ট দেয় না। কন্যা হইয়াছে বলিয়া তিনি যেন ম্রিয়মাণ না হন। খুকীকে আমার স্নেহ-চুম্বন দিবেন। আশা করি ভাল আছেন। ইতি নিবেদিকা

শ্রীমতী লাবণ্যলতিকা।

(খ)

ভ্রাতার শ্যালিকার নিকট।

ভাই নলিনী,

তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার কথা ভুলিতে পারি না। আজ ছয় দিন হইল, তুমি এখান হইতে গিয়াছ; এই কয়দিন তোমার দিদি ও আমি সর্ব্বদা শুধু তোমার কথাই কহিয়াছি। ভাই, অনুগ্রহ করিয়া পত্রালাপে আমাদের সহিত পরিচয় রাখিও।

মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন? তোমাদের বাটীর অন্যান্য সকলে কেমন? আমরা একপ্রকার। সত্বর পত্রের উত্তর চাই।

তোমারই বেহান

শ্রীমতী গিরিবালা দাসী।

সহচরী, সহপাঠিনী বা সখীদের নিকটে প্রায় একই প্রকারে পত্র লিখিত হয়। তবে ঘনিষ্ঠতার তারতম্যানুসারে পত্রের গর্ভেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যিনি যত ঘনিষ্ঠ, তাহার নিকটে পত্রালাপও ততটা ঘনিষ্ঠতা-সম্পন্ন হয়; যাঁহার সহিত ততটা ঘনিষ্ঠতা নাই, তাঁহার নিকটে পত্রালাপও ততটা ঘনিষ্ঠতা-শূন্য।

(ক)

সাধারণ সহপাঠিনী বা সহচরীর নিকট।

ভাই লবঙ্গ,

তোমার পত্র পাইলাম। আমি ভাই সংসারের কাজকর্ম্মে এত আবদ্ধ যে, সব সময় তোমাদের খবরাদি লইবার অবসর পাই না। পরিবারের প্রায় সকলেই অল্পাধিক অসুস্থ। আমি ভিন্ন তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করে, এমন লোক দ্বিতীয় নাই। কাজেই বাহিরের কোনও কিছুতেই আর আমার মনোযোগ নাই। এমন কি, তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, তিনি প্রবাস হইতে ক্রমে তিন খানা পত্র লিখিয়াছেন, এখনও একখানারও জবাব দেওয়া হয় নাই! বল্ ত ভাই, আমার অবস্থা কি?

ভাই শুনেচি, তোমার তিনি মুন্‌সেফিতে বহাল হয়েচেন। শুনিয়া অত্যন্তই সুখী হইয়াছি। তুমি আজ মুন্‌সেফের গৃহিণী হইয়াও যে আমাদিগকে ভুলিতে পার নাই, এজন্য তোমায় ধন্যবাদ। আশা করি, ভগবান্ তোমার এই মতি অচলা রাখিবেন। এখন তবে আসি।

তোমারই

চারুশীলা।

(খ)

ঘনিষ্ঠ সখীর নিকট।

ভাই প্রমীলে,

এই কি তোমার ভালবাসা? ভাই, তুমি আজ স্বামি-সঙ্গিনী হইয়াছ, স্বামি সোহাগিনী হইয়াছ, একান্ত সুখের কথা; কিন্তু এসুখের ভাগ কি আমরাও একটু-আধটু পাইতে পারি না? ভাই, এইতো সেদিন আমরা একসঙ্গে বসিয়া কত গল্প করিয়াছি; বিবাহ হইলে উভয়ে উভয়ের নিকটে কত কথা বলিব, কত পত্র লিখিব, কত কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি;—এরি মধ্যে সব শেষ!

আজ চারিমাস তোমার বিবাহ হইয়াছে; কৈ ভাই, এ পর্য্যন্ত তো তুমি একটী কথাও লিখিলে না। ভাই, আর কিছু না লেখ, শুধু একবার লিখিও যে তুমি সুখী হইয়াছ,

তোমার কোন দুঃখ নাই, তোমার আশা পূরিত হইয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইব।

ভাই, যিনি তোমার ইহকাল-পরকালের সঙ্গী হইয়াছেন—তিনি কেমন? তাঁহার চেহারা কেমন, ভাব কেমন, অন্তর কেমন? তাঁহার বয়স, মেজাজ বা বিদ্যা-বুদ্ধি কেমন? তোমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন তো?

ভাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি এই সব কথাগুলি জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেছি না।

তোমাদের পরিবারে কতজন লোক? শ্বশুর-শাশুড়ী তোমার প্রতি কেমন ব্যবহার করেন? তুমি কবে আসিবে? এবার এককালে অনেক দিন অন্যত্র থাকায় বোধ হয় বাড়ীর জন্য তোমার প্রাণ 'ছটফট্' করিতেছে। আমি ভাই তোমার কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিব? আর কয়দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক; সত্বরই এখান হইতে তোমাকে আনিতে লোক যাইবে। আমিও সেই দিনের জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি। আজ ভাই তবে আসি।

তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা।

তোমারই

চিরসখী অনুপমা।

(গ)

পূর্ব্ব-পত্রের জবাব।

সই,

আমি এতদিন তোমার নিকটে পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া অনুযোগ দিয়াছ। ভাই, সত্যিকথা বলিতে কি, এ বিষয়ে আমার বাস্তবিকই কিছু ক্রুটী আছে! শুধু আলস্য করিয়াই আমি এতদিন পত্রাদি লিখি নাই! অনুগ্রহ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

ভাই, মনে করিও না যে, চিঠি লিখি নাই বলিয়াই তোমার প্রতি আমার ভালবাসার তারতম্য হইয়াছে। ভাই, তা কি কখনও হয়? মনে কর আমাদের সে কৈশোর কাল! সমস্তটা শৈশবই আমাদের একসঙ্গে কাটিয়াছে, একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে বিহার করিয়াছি। সে সকল কি এক ফুৎকারেই অলীক হইয়া যাইবে?

কেবল তোমার নিকটে নয়, আমার কেমন একটা রোগ হইয়াছে, কাহারও নিকটেই চিঠিপত্র লিখিতে এখন আর সে আগ্রহ নাই। এ ব্যারামের কারণও একটা আমি স্থির করিয়াছি। শুনিলে তুমি কি বলিবে তা বলিতে পারি না। কিন্তু যাই বল, কথাটা সত্যি!

ভাই, বিবাহ ব্যাপারটা স্ত্রীলোকের জীবনের এমনি একটা রাজসূয় যজ্ঞ যে, অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাহার গুরুত্ব

সম্বন্ধে কখনই একটা স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় না। ভাই, কি ছিলাম, কি হইয়া গিয়াছি! বনের মুক্ত বিহঙ্গিনী আজ চিরপিঞ্জরাবদ্ধ! কিন্তু এ পিঞ্জর লৌহগারদ নহে। ভাই, এ স্বর্ণ-পিঞ্জরে না বসিলে স্ত্রী-জীবন যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাই, মূর্খ যারা, তারাই এই স্ত্রীলোকের পরাধীনতাটীকে করুণার চক্ষে দেখে! আমার মতে এ স্বর্ণপিঞ্জরকে লৌহ-গারদ মনে করা, আর মণিমুক্তাদি-খচিত উত্তম কণ্ঠ-হারকে ফাঁসরজ্জু ভ্রম করা—একই কথা। ভাই, এই পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আজ আমি পৃথিবীকে এক নূতন চক্ষে দর্শন করিতেছি, এবং এই অভিনবত্বের সাগরে ডুবিয়া-ডুবিয়া অনন্যকর্ম্মাভাবে কেবলি ইহার কথাই ভাবিতেছি!

ভাই, এ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় যদি আমি কখনও ক্বচিৎ কোথাও কর্ত্তব্যে অবহেলা করি, আমায় মার্জ্জনা করিও। তোমারও একদিন এই দিন আসিবে। আমিও তখন তোমায় মার্জ্জনা করিব।

সই, তোমার পত্রের শেষ ভাগটী পড়িয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই। কেন বল দেখি, তুমি এত সব বাহুল্য প্রশ্নের উত্তর জানিতে ব্যাকুল হইয়াছ?

ভাই, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তরে আমি যাহা লিখিতেছি, শ্রবণ কর।

আমার স্বামী কুরূপ, ক্রূরমতি, নিষ্ঠুর! বয়সে প্রাচীন, মেজাজে রুক্ষ, বিদ্যাবুদ্ধিতে গজপতি-বিদ্যাদিগ্‌গজ! আমাদের পরিবারে অসংখ্য লোক! শ্বশুর-শাশুড়ী আমাকে মোটেই ভালবাসেন না!

কিন্তু তাতে কি?

ভাই, অনুকূল অবস্থা সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণীগণ নিজ চেষ্টায় অবস্থা অনুকূল করিয়া লয়েন।

স্বামী কুরূপ হউক, ক্রূরমতি হউক, প্রকৃত স্ত্রীর নিকটে তাঁহার তুলনা নাই। তাহার চক্ষে সকল পুরুষাপেক্ষাই তিনি শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী কিরূপে তাঁহার সৌন্দর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি বা আচরণের সমালোচনা করিবে? স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ী যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের ব্যবহারকে সাধ্বী স্ত্রী কখনও অপ্রীতির চক্ষে দেখেন না। যদিই বা কখনও কাহারও মনে তাঁহাদের কারণে এতটুকু কষ্ট অনুভূত হয়, তাহার মনে করা উচিত, এই কষ্টের মূলে শুধু তাহার নিজের অক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ীর দোষ বা অপব্যবহার নহে। বুদ্ধিমতী এবং সাধ্বী রমণীগণ এই কথাটা বুঝিয়া সহিষ্ণুতা, সেবা-শুশ্রূষা এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসার গুণে অতি বড় নিষ্ঠুর আত্মীয়-পরিজনকেও অতি সহজে বশীভূত করিতে পারেন।

আশা করি, তোমার যখন বিবাহ হইবে, তখন তুমি সর্ব্বাগ্রে এই কথাটা মনে রাখিবে।

আর একটা কথা তোমায় শেষকালে বলিতে হইবে। ভাই, তুমি যে মনে করিতেছ, আমি পিতৃগৃহে আসিবার জন্য একান্ত অসহিষ্ণু হইয়াছি—এ কথাটা নিতান্তই অলীক! ভাই পিতামাতা, ভাই-বোনকে এবং তোমাদিগকে দেখিতে অত্যন্তই আগ্রহ হয় সত্য, কিন্তু কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সানন্দে আমি সে আগ্রহকে দমন করিতেছি। সই, তুমি তো পুরাণ পড়িয়াছ? তেমন যে আদরের রাজকন্যা সব সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী—তাঁহারা কয়জনে বিবাহের পর পিতৃগৃহে যাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিলেন?

ভাই, আশীর্ব্বাদ করিও, এখন আমি যে সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, সর্ব্বদা অক্লান্তদেহে কর্ম্ম করিয়া যেন তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি; আমার অবহেলায় যেন সে সংসারের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট না হয়; আমার জীবনের সকল আনন্দ, সকল শান্তি যেন এখন বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর এবং স্বামীর চরণ-সেবায়ই অর্জ্জিত হয়। ভাই, তবেই তুমি আমার প্রকৃত সখীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

ভাই, লিখিতে লিখিতে মনের আবেগে আজ অনেকগুলি কথা লিখিয়া ফেলিলাম। কথাগুলি এখন তোমার নিকটে

কেমন লাগিবে বলিতে পারি না। কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন তুমি এগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে! তোমার বিবাহ হইলে আর একবার এই পত্রখানি পড়িও, তবেই সব কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে! আজ এই পর্য্যন্ত।

আশা করি কুশলে আছ।

তোমারই
প্রিয় সই—প্রমীলা।

কনিষ্ঠব্যক্তির নিকটে পত্রলিখন।

সমস্তরের কনিষ্ঠব্যক্তি।

কনিষ্ঠ ভাই-এর নিকটে পত্র।

স্নেহের গোপাল,

তোমার পত্র পাইলাম। কেন ভাই তুমি আমার জন্য এত চঞ্চল হইয়াছ? তোমার নিকটে মা রহিয়াছেন, বাবা রহিয়াছেন, আর আর সকলেই রহিয়াছেন। তাঁ'দের নিকটে যখন যাহা চাও বলিও, তাঁহারা সকলেই তোমাকে আমার মত আদর-যত্ন করিবেন। আমিও ২।৪ মাস পর-পরই তোমায় আসিয়া দেখিয়া যাইব। এবার আসিবার কালে তোমার জন্য অনেক নূতন নূতন ছবি আনিব। তুমি খুব মনোযোগ দিয়া পড়িও, আমার জন্য চঞ্চল হইয়া মোটেই কাঁদিও না।

কাঁদিলে ভাই আমি বড়ই কষ্ট পাইব। আমি কষ্ট পাই, নিশ্চয়ই এটা তোমার ইচ্ছা নয়!

আজ তবে আসি। তুমি সপ্তাহে-সপ্তাহে পত্রদ্বারা তোমার মঙ্গল সংবাদ জানাইবে।

তোমার দিদি

মালতী।

কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকটে।

স্নেহের কুসুম,

এখানে আসিয়া অবধি তোমার জন্য এবং মার জন্য মন বড়ই কেমন করিতেছে। তুই ভাই রোজ আমাকে এক খানা করিয়া চিঠি লিখিস্—নতুবা আমি থাকিতে পারিব না। এখানে সকলেই আমাকে খুব আদর-যত্ন করে। আমার শাশুড়ী ঠিক মায়ের মত স্নেহময়ী। দেবর ও ননদগণ আমাকে একটুও কাজ-কর্ম্ম করিতে দেয় না। বাধা থাকিতে থাকিতে আমি কেমন হাফাইয়া উঠিয়াছি। এমন নিষ্কর্ম্মা হইয়া কি বসিয়া থাকা যায়? বাবা এবার পূজোতে বাড়ী আসিবেন কি? যদি আসেন, তবে যেন আমাকে নেওয়ার জন্য শ্বশুরঠাকুর ও শাশুড়ীঠাকুরাণীর নিকটে প্রস্তাব করেন। তাঁহারা নিশ্চয় অনুমতি দিবেন। তোর রুমাল এবং মোজোজোড়া বোনার কতদূর হইয়াছে? এবার আসিলে যেন সম্পূর্ণ দেখিতে পাই।

তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা।

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার দিদি কুঞ্জলতিকা।

দেবর বা কনিষ্ঠাভগিনীপতির বা কনিষ্ঠা-ননদপতির নিকট।

পরমকল্যাণীয়েষু,

ভাই সুরেশ, তুমি এখান হইতে যাওয়ার পর আর পত্র দাও নাই কেন? ভাই তুমি এত নির্দ্দয়, এ কথাটা তো তোমার চেহারা দেখিয়া একবারও মনে হয় নাই! এক বেচারা তোমার জন্য রাত্রিদিন ভাবিয়া ভাবিয়া মরে, আর তুমি কোন্ দেশে কোন্ আমোদ-প্রমোদে আবদ্ধ হইয়া আছ?

আমরা ভাই পর, অনাত্মীয়—আমাদের কথা বরং নাই মনে রাখিলে! কিন্তু যাহাকে পাণি ধরিয়া ধর্ম্মতঃ গ্রহণ করিয়াছ, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে চলিবে কেন? তোমাদের ইংরেজী কেতাবে এ সম্বন্ধে কি লিখে জানি না, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী-অবজ্ঞা, মহাপাপ! তুমি ইতিপূর্ব্বেই সে পাপ অনেকটা অর্জ্জন করিয়াছ। আমি ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী—আত্মীয়ভাবে না হউক ভট্টাচার্য্যের মত তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারি। এ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত উপেক্ষিত সামগ্রী দর্শন করা। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, সুনীতির একটীবার মাত্র দর্শনেই তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। অতএব তোমাকে পাতি দিলাম। এক্-জামিনের পরেই অন্যত্র না যাইয়া একবারে এখানে চলিয়া

আসিও; নতুবা তোমাকে স্ত্রী-অবজ্ঞা ও পুরোহিত-অবজ্ঞা উভয়েরই পাপস্পর্শ করিবে।

এখন তবে আসি। পত্রোত্তরে তোমার অভিমত এবং মঙ্গল সংবাদ উভয়ই চাই। একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী

শ্রীমতী মনোরমা।

কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ, দেবরপত্নী ও কনিষ্ঠাননদ-দিগের নিকটে প্রায় একই রকমে পত্র লিখিতে হয়। যথা—

ভাই প্রীতি,

আজ তোমার একখানা পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ভাই, তুমি যে এত সুন্দর লিখিতে শিখিয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না। এ শিক্ষা নিশ্চয়ই তুমি তোমার নূতন গুরুর নিকটে পাইয়াছ। আশা করি চিরকাল এমনি আগ্রহের সহিত প্রত্যেক বিষয়ে তোমার গুরুর শিক্ষা মানিয়া চলিবে। এতদপেক্ষা মহত্তর আশীর্ব্বাদ আমার ঝুলিতে আর নাই!

তোমার পত্রখানি পড়িয়া তোমাকে দেখিবার বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষা আবার পূর্ণমাত্রায় কেন জানি না হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার প্রভুর ছুটীর আর কতদিন বাকি রহিয়াছে? ছুটী হইলেই একবারে এখানে আসিও—আমরা পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। তোমাদের মঙ্গল চাই।

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী সুভাষিণী।

অধঃস্তরের কনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে পত্রলিখন।

পুত্রের নিকট।

প্রাণাধিকেষু,

বাবা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি উপার্জ্জন করিয়া আমাকে বহু অর্থ আনিয়া দিলেও এত সন্তুষ্ট হইতাম কি না সন্দেহ। আশীর্ব্বাদ করি এইরূপ দিনে দিনে তোমার বিদ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

তোমার মঙ্গল সংবাদ পাইবার জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত থাকি। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইখানি করিয়া চিঠি আমার নামে লিখিবে। তুমি যে বাসায় থাক, তথায় তোমার সুবিধা-অসুবিধা কেমন? কর্ত্তা বড়ীতে আসিলেই তোমার জন্য কিছু জলখাবার টাকা পাঠাইব। আশা করি আগামী বারে তোমার হাতের লেখা আরও সুন্দর দেখিতে পাইব।

তোমার মঙ্গল-সংবাদ পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা।

কন্যার নিকটে

মা সরযু,

এ পর্য্যন্ত তোমার কোনও পত্রাদি না পাইয়া আমি বড়ই ব্যাকুল আছি। মা, তুমি যথায় গিয়াছ, এখন হইতে মনে করিও তথাই তোমার স্বর্ব্বস্ব। স্বামিগৃহই স্ত্রীলোকের নিজগৃহ—তথায়ই চিরকাল থাকিতে হয়। সেখানে যাহাতে সকলের মনোরঞ্জন করিয়া এবং সুনাম ও সুযশ উপার্জ্জন করিয়া থাকিতে পার তাহাই করিও। তোমাদ্বারা আমাদের ও তোমার শ্বশুরালয়ের—উভয় কুলেরই মুখ উজ্জ্বল হউক্।

তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমাদেরই মত ভক্তি-যত্ন করিও। কেবল ইহাই নহে, তাঁহাদিগকে আমাদের মত অন্তরের সহিত ভালবাসিতেও শিখিবে। এখন হইতে তাঁহারাই তোমার মা-বাপ। আর তোমার দেবর ও ননদগণকেও ঠিক ভাই-ভগ্নীর মত দেখিবে। যখন কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হইবে, নিঃসঙ্কোচে তোমার শাশুড়ীকে বলিও। সরল ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই তিনি তোমায় কন্যার মত দেখিবেন।

মনোযোগ দিয়া গৃহকর্ম্মাদি করিও। আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না। মনে রাখিও, লজ্জাই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোত্তম ভূষণ।

অধিক আর কি লিখিব। তুমি সাবিত্রী-কাহিনী, সীতা-কাহিনী প্রভৃতি সকলই পাঠ করিয়াছ। যাহাতে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া ধন্য হইতে পার, জগদীশ্বর তোমাকে সেইরূপ সামর্থ্য দিন,—এই আমার একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

শীঘ্রই তোমাকে একবার এখানে আনাইবার চেষ্টায় আছি। তোমাদের সকলের কুশল লিখিবে। ইতি

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মাতা।

ভাসুরপুত্র, দেবরপুত্র, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, জামাতা প্রভৃতি প্রত্যেক পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে নিম্নলিখিতরূপে পত্রলেখা চলে। যথা—

কল্যাণীয়বরেষু—

বাবা জ্যোতির্ম্ময়, অদ্য সকালে তোমার পত্রখানি পাইয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রীত হইলাম। সময় সময় এইরূপ পত্রাদি লিখিয়া অবশ্যই আমাকে নিশ্চিন্ত রাখিবে। আমি সাংসারিক পাঁচটা লইয়া সর্ব্বদাই বিব্রত থাকি, এজন্য সব সময় পত্রাদি লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। দেখিও

এজন্য যেন তোমরা আমার নিকটে পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হইও না। "পত্র না লিখিলে, পত্র লিখিতে নাই"—এ নীতি আমাদের মত একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

তোমার লেখাপড়া কেমন চলিতেছে? যাহাতে বিদ্যা, যশ ও ধন উপার্জ্জন করিয়া দশজনের মধ্যে সম্মানলাভ করিতে পার প্রাণপণে তাহা করিও।

আমরা এখানে এক প্রকার আছি। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার——

ভাসুরকন্যা, দেবর-কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভগিনী-পুত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় কন্যাস্থানীয়ার নিকটে নিম্নলিখিতরূপে পত্র লেখা যায়।

পরম কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্তই সুখী হইলাম। আশা করি সর্ব্বদাই এইরূপভাবে পত্রাদি লিখিয়া আমায় আনন্দ দিতে ভুলিবে না।

মা, তুমি অতি কৃতিত্বের সহিত শ্বশুর-ঘর করিতেছ দেখিয়া কি যে সুখী হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। সংসারে স্ত্রীজাতির আর এতদপেক্ষা ধর্ম্মের ও শ্লাঘার কথা নাই। তোমার প্রশংসাবাদে আমরা পর্য্যন্ত ধন্য হইয়াছি। জগদীশ্বর তোমার এই প্রবৃত্তি ও সুনাম চির-বজায় রাখুন!

সর্ব্বদা পত্রাদিদ্বারা তোমাদের অবস্থা ও কুশলবার্ত্তা জানাইবে। নতুবা আমরা চিন্তিত থাকিব। আমরা এক প্রকার।

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী

তোমার——

অতি-অধঃস্তরের কনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিকটে পত্রলিখন।

পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, পৌত্রবধূ, দৌহিত্র-বধূ, নাতজামাই প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে শ্রেণীর পাঠিকা ঠাকুরাণীদের জন্য আমার এই পুস্তক লিখিত, তাঁহারা যে এই সকল আত্মীয়দের নিকটে পত্র লিখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিবেন, তেমন সম্ভাবনা নাই। এজন্য এতৎসম্বন্ধে কোনও আদর্শ-লিপি লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। যদ্যপি কেহ নিতান্তই এইরূপ চিঠি লিখিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন, তবে মনে রাখিবেন, এই সকল অতি-অধঃ-স্তরের কনিষ্ঠদিগের নিকটে চিঠি-পত্রগুলি প্রায়ই অধঃস্তরের কনিষ্ঠদিগের নিকটে লিখিত চিঠি-পত্রের অনুরূপে লিখিতে হয়। কেবল অতি-অধঃস্তরের কনিষ্ঠদিগের নিকটে লিখিত চিঠিপত্রে একটু রহস্যের মাধুর্য্য থাকে মাত্র। কেন না, বঙ্গসমাজে পৌত্র-পৌত্রীগণ পিতামহ, পিতামহী বা দেবর-ননদ-গণের মতই পরিহাসের ব্যক্তি।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

উত্তর পশ্চিম-ভ্রমণ ...	...	১।০
বঙ্গবিজয় (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	...	১৲
তাজমহল (ঐতিহাসিক নাটক)	...	১।০
কুললক্ষ্মী (স্ত্রীশিক্ষা মূলক)	...	১৲
সাবিত্রী-সত্যবান্ (পৌরাণিক উপাখ্যান)	...	১॥০
শৈব্যা ঐ	...	১॥০
পদ্মিনী (ঐতিহাসিক উপাখ্যান)	...	১॥০

কুললক্ষ্মী

'কুললক্ষ্মী' অতি অল্পকাল মধ্যে বঙ্গললনাদের নিকটে আদরণীয় হইয়াছে। ইহার আদর ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রত্যেক পরবর্ত্তী সংস্করণ পূর্ব্ব-সংস্করণাপেক্ষা অধিকতর অল্প সময়ে নিঃশেষিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের আবশ্যকীয় এমন উপদেশ নাই, যাহা ইহাতে না পাইবেন। প্রত্যেকটী কথা নারীদিগের উপযোগী করিয়া অতি সহজ, সরল এবং বোধগম্য ভাষায় বর্ণিত। ইহার বহিরাবরণও অত্যন্ত মনোরম। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সকলই প্রাইজের অনুরূপ। মোট কথা, স্ত্রীলোককে উপহার দিতে হইলে ইহার অনুরূপ নাই।

গ্রন্থখানি নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত।

১। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রকার।

২। স্ত্রীলোকের যাবতীয় গুণ।

৩। স্ত্রীলোকের যাবতীয় দোষ।

৪। পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য।

৫। দৈনিক গৃহকার্য্য।

৬। মহাভারতোক্ত স্ত্রীধর্ম্ম-নীতি।

মোট কথা, এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে যে কোন ললনা অনায়াসে যে কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। গৃহে গৃহে এ গ্রন্থের সাহায্যে কুললক্ষ্মীর সৃষ্টি হইবে।

এ গ্রন্থ পঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ

গ্রন্থকারের 'উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ' উত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী! এত সুলভ মূল্যে এত অধিক কাহিনী এমন মনোরমভাবে আর কোথাও প্রাপ্য নহে। কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগরা, ফতেপুর-সিক্রি, জয়পুর, আজমীর, পুষ্কর, চিতোর, অম্বর প্রভৃতি প্রত্যেক প্রধান-প্রধান স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে আছে। ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণে অনেক নূতন স্থানের বিবরণ ও ছবি প্রদত্ত হইবে। লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, প্রভৃতি কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ স্থানের বিশদ বিবরণ ইহাতে নূতন পাইবেন। এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে যাহাতে ভ্রমণকারীর ও ভ্রমণ-কাহিনী-পাঠকের প্রত্যেক অভাবটী দূর হয়, সেই চেষ্টা করা হইতেছে।